"কুরআন -হাদিসের আলোকে শবে বরাতের গুরুত্ব"

সূচিপত্র :

১) লেখক এর কলাম..২
২) লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত কি ?...৩
৩) শবে বরাতের শাব্দিক অর্থ:.. ....৪
৪) শবে বরাতের আভিধানিক অর্থ:.. ....৪
৫) শবে বরাতের ইতিহাস.. ....১১
৬) শবে বরাতের ফজিলত, করণীয় ও বর্জনীয়:. ১৩
৭) প্রথম আমল : রমযান পর্যন্ত হায়াত লাভের দুআ: ১৪
৮) দ্বিতীয় আমল : বেশি বেশি রোযা রাখা:.. ....১৪
৯) দ্বিতীয় কারণটি আরো সূক্ষ্ম।.. ....১৫
১০) তৃতীয় আমল : শবেবরাতে ইবাদত-বন্দেগী*..১৬
১১) শবেবরাতের হাকীকত :...১৬
১২) অনুসরণের নাম দীন: ১৭
১৩) এ রাতের ফযীলত ভিত্তিহীন নয়:. ১৭
১৪) শবেবরাত এবং খাইরুল কুরুন [শ্রেষ্ঠ যুগ]: ১৮
১৫) বিশেষ কোনো ইবাদত নির্দিষ্ট নেই:.. ১৮
১৬) এ রাতে কবরস্তানে যাওয়া:.. ....১৮
১৭) নফল নামায বাড়িতে পড়বে:. ২০
১৮) করনীয় বর্জনীয় (৩) আতশবাজিঃ...২১
১৯) দুই ব্যক্তির ক্ষমার অযোগ্যঃ..২২
২০) শাবানের পনের তারিখের রোযাঃ...২৩
২১) তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুনঃ...২৪
২২) রমযান আসছে পবিত্র হওঃ..২৫
২৩) মধ্যপন্থা অবলম্বন: ২৬
২৪) শবে বরাতে কি ভাগ্য লেখা হয় ? ২৬
২৫) শবে বরাত সম্পর্কে একটি চমৎকার উক্তি: ২৭
২৬)কোথায় কিভাবে শবে বরাত পালন করা হয় ? ৩৮
২৭) কোরআন ও হাদিসের আলোকে পবিত্র শবে বরাত ও তার মর্যাদা : ৩৯
২৮) শবে বরাতে কি ভাগ্য লেখা হয় ?...৬৩
২৯) শবে বরাত সম্পর্কে একটি চমৎকার উক্তি :..৬৪
৩০) শবে বরাত কি ভাগ্য নির্ধারণ রজনী ?...৬৬
৩১) বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শবে বরাত :...৬৬
৩২) শবে বরাতের মাহাত্ম্যঃ.. ....৬৮
৩৩) শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ...৬৯
৩৪) শবে বরাতের মাহাত্ম্য :.. ....৬৯
৩৫) শবে বরাতের বিশুদ্ধ আমলঃ.. ....৬৯
৩৬) শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ.. ....৭০
৩৭) শবে বরাতের রাতে নারীরা যেভাবে আমল করবেনঃ.. ....৭১
৩৮) রহমত ও বরকতের মাসঃ..৭৭

লেখক এর কলাম

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَداً -

উচ্চারণঃ ‘রাব্বানা- আতিনা- মিল্লাদুনকা রাহমাতাও ওয়া হাইয়্যিই লানা- মিন আমরিনা- রাশাদা। (সুরা কাহফ : আয়াত- ১০)

ঃ অর্থ : হে আমদের রব! আমাদেরকে আপনার নিকট থেকে রহমাত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করার তাওফিক দান করুন।

আল্লাহুম্মা আ-মি-ন।

আলহামদুলিল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু 'আলা
রসুলিল্লাহ’ আম্মাবাদ। সকল প্রসংশা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার,যিনি এতো বড় একটা কাজ আনজাম দেয়ায় তৌফিক দান করেছেন, সেই মহা মহিম রব্বে কারীমের শুকরিয়া আদায় করছি।

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত উস্তাযগণের নিকট একই সাথে ক্ষমা ও দুআ প্রার্থনা করেছি, বিগত তিন বছরে এই প্রতিষ্ঠানের উস্তাযগণের কাছে, মুকররিরা আপুদের কাছে, সর্বোপরি আমার সহপাঠী বোনদের কাছ থেকে যা শিখেছি তা যেন পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি।

সকলের হক আদায় করতে পারি।

দুআ করবেন আল্লাহ যেন আমার এই এ্যাসাইনমেন্টটি কবুল করে নেন এবং আখেরাতের কঠিন দিনের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন, সাথে আমার উস্তায- উস্তাযাগণ, আমার সহপাঠী বোনদেরকেও।

আল্লাহুম্মা আ-মি-ন।

পরিশেষে বলতে চাই, কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এই এ্যাসাইনমেন্ট এর কোনো অংশ অসংগতিপূর্ণ মনে হলে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ সাথে সাথে আমাকে জ জানানোর ব্যাবস্থা নিবেন, আমি যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ।

"কুরআন -হাদিসের আলোকে শবে বরাতের গুরুত্ব"

সকল প্রসংশা একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা র।
যিনি আমাদের দ্বীনকে সম্পুর্ন করেছেন, এবং আমাদের প্রতি তার নিয়মতকে পরিপূর্ণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাঃ, তাঁর পরিবার পরিজন ও তাঁর সাহাবিদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

❖ লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত কি ?

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, শয়তানের কুমন্ত্রণায় বা নফসের তাড়নায় মানুষ বিপথগামী হয় বা পাপাচারে লিপ্ত হয়। মানুষের পাপের শাপমোচনের জন্য আল্লাহ তাআলা তওবা ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন। বিশেষ কিছু দিবস ও রজনী দিয়েছেন, এর মধ্যে অন্যতম হলো শবে বরাত এর রাত । অর্থাৎ শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত 'শবে বরাত'।

◈ শবে বরাতের শাব্দিক অর্থ:
'শব' ফারসি 'শাব' (شَبْ) শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে রাত বা রজনী। আর 'বরাত' শব্দটির মূলে ফারসি ও আরবি 'বারা'আত' (بَرَائَتْ) শব্দটি রয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে সম্পর্কচ্ছেদ বা অব্যাহতি ।

◈ শবে বরাতের আভিধানিক অর্থ:
শবে বরাতের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে 'শব' নিয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন রাখে না, কেননা পূর্বেই আমাদের সামনে তার অর্থ পরিস্কার হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে শুধুমাত্র বরাত শব্দটির ব্যাখ্যা দিলেই ওই দু'শব্দের মিলিত বাক্যের অর্থ আমাদের হাতে এসে যাবে ইনশাআল্লাহ্ তা'য়ালা। এ শব্দটির আরবি ও ফারসির একই রূপ যার অর্থও একই। যা উপবে বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে সম্পর্কচ্ছেদ বা অব্যাহতির ব্যাখ্যা দেয়াটাই শ্রেয় হবে। এ রাতে গোনাহের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা অর্থাৎ গোনাহ্ হতে দুরে থেকে এবং রাতভর ইবাদতে মশগুল হয়ে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্য দিয়ে, পূর্ব গোনাহ থেকে অব্যাহতি প্রাপ্তির মাধ্যমে আগামী এক বছরের ভাগ্য নির্ধারীত করা। আর এই ব্যাখ্যার আলোকে পন্ডিত ব্যক্তিগণ এ রাতকে 'ভাগ্যময় রাত বা রজনী' বলে আখ্যায়ীত করেছেন। আর যে দু'টি মূল কারণে এ রাত্রটি উক্ত অর্থে গ্রহণীয় তা হচ্ছে:

'শব' শব্দটি ফারসি এবং বরাত শব্দটি ফারসি ও আরবি 'বারা'আত' শব্দের রূপ থেকে পরিগৃহীত হয়েছে তাই ওই দু'শব্দের মিলনে ভাষাগত কোন সমস্যা নেই।

'শবে বরাত' শব্দটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যবহার করেননি, সাহাবীরা ব্যবহার করেননি, তাবে'ঈরা ব্যবহার করেননি। এটা প্রায় পাঁচশো বছর পর তৈরি হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) যে পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন সেটা হলো- লাইলাতুন নিসফি মিন শা’বান বা মধ্য শা’বানের রাত।

‘শবে বরাত’ বলাটা নাজায়েজ না; কিন্তু ‘লাইলাতুন নিসফি মিন শা’বান’ বলাটা সুন্নাত। কুর’আন-হাদীসে কোথাও ‘শবে বরাত’ শব্দটি পাবেন না, ঠিক যেমন কুর’আন-হাদীসের কোথাও নামাজ, রোজা শব্দগুলো পাবেন না। আপনি পাবেন সালাত, সিয়াম। তাই বলে, নামাজ-রোজা কুর’আন-হাদীসে নাই এজন্য এগুলো বললে নাজায়েজ হয়ে যাবে, এমন না। এগুলো পারিভাষিক শব্দ। নামাজ-রোজা এগুলো হলো ফারসি শব্দ।

আবার, কুর’আন-হাদীসের কোথাও ‘পীর’ শব্দটি নেই। ‘পীর’ শব্দটি ফারসি শব্দ, এর সমার্থক আরবি শব্দ হলো ‘শায়েখ’। এই ‘শায়েখ’ শব্দটিও কুর’আন-হাদীসে নেই। তবে এটার কুর’আনিক শব্দ হলো সোহবত-সাহেব।

ঠিক তেমনি কুর’আন-হাদীসে ‘শবে বরাত’ নেই, ‘লাইলাতুল বরাত’ও নেই। এর জায়গায় আছে ‘লাইলাতুন নিসফি মিন শা’বান’।

কিছু মানুষ মনে করেন ‘নবীজি কিছু করেননি’ তাই সেটি বিদ’আত। না, নবীজী কিছু করেননি এই বলে সেটা বিদ’আত হবে না। নবীজি করেননি তাই সেটা ‘সুন্নাত’ না; কিন্তু সেটাকে সুন্নাত মনে করাটা বিদ’আত।

আবার আরেক গ্রুপ আছেন যারা ‘নবীজি করেননি’ কিন্তু সেটা জায়েজ। এই যে জায়েজ প্রমাণ করতে গিয়ে তারা নবীর সুন্নাতকে ছোটো বানিয়ে ফেলেন।

আপনারা খেয়াল করবেন, যদি কোনোকিছু জানতে পারেন যে সেটা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত; হোক সেটা ফরজ সুন্নাত, ওয়াজিব সুন্নাত, মুস্তাহাব সুন্নাত যাই হোক না কেন তার বাইরে কিছু ঢুকতে দিবেন না। আপনি যদি মানতে না পারেন তাহলে বলবেন, “ভাই, দু’আ করবেন, যেন সুন্নাতটি মানতে পারি।” কিন্তু, নবীজির সুন্নাতের বিপরীতে কোনো কিছুকে আনবেন না।

তারমানে প্রথমে আমরা যেটা বুঝলাম, 'শবে বরাত' বা 'লাইলাতুল বরাত' শব্দটি নবী,

সাহাবী, তাবে'ঈ, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (আল্লাহ সবার উপর রহম করুন) কেউ ব্যবহার করেননি, এটা অনেক পরে তৈরি হয়েছে।

দুই.

সুন্নাতের মধ্যে নিরাপত্তা। সুন্নাতের বাইরে যেটা সেটা বিদ'আত না হলেও সমস্যা তৈরি করে। যেমন 'শবে বরাত' শব্দটি। আমরা যদি 'মধ্য শা'বানের রজনী' বলি তাহলে কোনো উত্তেজনা তৈরি করে না। কিন্তু যখনই আমরা বলবো 'শবে বরাত' তখনই আমাদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হবে, এটা বুঝি ভাগ্য রজনী।

শবে বরাত হলো গুনাহ মাফের রজনী। আরবীতে 'বারআত' শব্দের অর্থ মুক্তি। আমরা বাংলায় অর্থটি পাল্টে 'বরাত' বা ভাগ্য করে ফেলেছি।

বারআত মানে মুক্তি। আল্লাহ শবে বারআতের রাতে বান্দার গুনাহ মাফ করেন, এটা সত্যি। এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কিন্তু এই রাত্রিতে আল্লাহ ভাগ্য লিখেন, এই কথাটি কোনো হাদীসে নেই, কুর'আনের কোনো আয়াতে নেই; এই ব্যাপারে যতো হাদীস আছে সবগুলো জাল হাদীস, তাফসীরে যে দু-একটা কথা বলা হয়েছে, কোনো তাফসীরকারক সেটা সমর্থন করেননি।

সূরা আদ-দুখানের (৪৪) ৩-৪ নাম্বার আয়াতকে যেসব তাফসীরকারক শবে বরাতের আয়াত বলে সমর্থন করেননিঃ

- তাফসীর ইবনে কাসির।- জামিউল বায়ান, তাবারী।- আল-কাশশাফ, যামাখশরী।- ফাতহুল কাদীর, শাওকানী।

- রুহুল মা'আনী, আলুসী।- তাফসীর-ই আশরাফী, আশরাফ আলী থানবী।- মা'রেফুল কুর'আন, মুফতী শফী।

(উপরিউক্ত তাফসীরগুলোতে সূরা আদ-দুখানের ৩-৪ আয়াতের তাফসীর দেখে নিবেন। তাফসীরকারক সূরা দুখানে উল্লিখিত রাতকে 'শবে কদর' বলেছেন।)

তাফসীর ইবনে কাসিরে আছে-

"ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বরকতময় রাত্রিটি শাবানের মধ্যম রজনী, এই মতটি একটি অসম্ভব ও অবাস্তব মত। কারণ, কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, এ রাতটি রামাদানের মধ্যে (অর্থাৎ, কদরের রাত)।" [ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীমঃ ৪/১৪০]।

তিন.

এখন জিজ্ঞেস করবেন, শবে বারআতের আমল কী? তিনটি বিষয় বলবো।

প্রথম বিষয় হলোঃ

শবে বারআত বা লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বানের রাত্রিতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের গুনাহ মাফ করেন, এটা সহীহ হাদীস।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দিকপাত করেন এবং মুশরিক এবং বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করেন।” [সুনানে ইবনে মাজাহঃ ১৩৯০]

তারমানে এই রাত্রিতে আল্লাহ দুই শ্রেণীর মানুষ বাদে বাকিদেরকে ক্ষমা করেন। দুই শ্রেণী হলোঃ

ক. মুশরিক।

খ. বিদ্বেষ পোষণকারী।

তারমানে হলো শবে বারআত হলো কমন বোনাস। এই রাত্রিতে আপনি যদি ঘুমিয়ে থাকেন, জেগে থাকেন, কিন্তু আপনার কোনো শিরক নেই, মনে কোনো বিদ্বেষ নেই তাহলে আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবেন (ইন শা আল্লাহ)। আপনার একাউন্টে বোনাসটি জমা হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলোঃ

এই রাতে আমরা আমল করবো কি-না?

আমল না করে ঘুমিয়ে থাকলেও আপনি বোনাস পাবেন। এই রাতে আমল করার ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না, তবে কিছু যঈফ হাদীস পাওয়া যায়। যঈফ হাদীসের আলোকে তিনটি আমল পাওয়া যায়।

ক. কবর যিয়ারত। [সুনানে ইবনে মাজাহঃ ১৩৮৯]

খ. দু'আ করা। [আল-জামে আস-সাগীরঃ ৩৯৫২]

গ. নামাজ পড়া। [সুনানে ইবনে মাজাহঃ ১৩৮৮]

তবে সবগুলো হাদীসই যঈফ। কিন্তু, যেহেতু এই রাতের ফযিলত সহীহ, সেহেতু কেউ যদি অন্যান্য রাতে তাহাজুদ পড়ে, এই রাতেও পড়ে, অন্যান্য রাতে দু'আ করে, এই রাতেও করে, তাহলে এটাকে কিছু কিছু ইমাম মুস্তাহাব বা বৈধ বলেছেন। যেমনঃ ইমাম আল-আউযায়ী, ইমাম আশ-শাফে'ঈ।

আমরাও মনে করি, যদি কেউ এই রাতে ব্যক্তিগতভাবে (আবারো বলছি, ব্যক্তিগতভাবে) তাহাজ্জুদ পড়ে, আল্লাহর কাছে দু'আ করে, তবে সেটা নাজায়েজ হবে না, বিদ'আতও হবে না।

কয়েকটি কারণে এগুলো নাজায়েজ বা বিদ'আত হবে নাঃ

√ সুন্নাত দ্বারা ফযিলত প্রমাণিত, এখানে যঈফ হাদীস দ্বারা আমল করলে বিদ'আত হবে না।

√ তাবে'ঈদের মধ্য থেকে কোনো কোনো তাবে'ঈ এই রাতে ইবাদাত করেছেন। যেমনঃ আবু আব্দুল্লাহ মাকহুল, খালিদ বিন মা'দান, আবু আব্দুল্লাহ হিমসী, লুকমান ইবনু আমির (আল্লাহ সবার উপর রহম করুন)।

এই রাত্রিতে সমবেত হয়ে ইবাদাত করাকে সবাই বিদ'আত বলেছেন, মাকরূহ বলেছেন, এটা নিয়ে কোনো মতভেদ নাই। যেমনঃ প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা হাসান ইবনু আম্মার শুরুম্বুলালী (রাহি)।

তৃতীয় বিষয়টি হলোঃ

এই রাত্রিতে ভাগ্য লিখা হয় এই মর্মে যা আছে সবই জাল হাদীস। এমনকি শবে বারআতের পরদিন রোজা রাখার ফজিলতের ব্যাপারে যে দুটো হাদীস আছে সেগুলোও জাল হাদীস পর্যায়ের।

তবে আমরা হাদীসে পাই, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শাবান মাসে বেশি বেশি রোজা রাখতেন [সহীহ বুখারীঃ ১৯৬৯]। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন। দিনগুলো হলো- তেরো, চৌদ্দ, পনেরো তারিখ (হিজরী) [জামে আত-তিরমিজিঃ ৭৬১]।

তাহলে আপনারা যদি রোজা রাখতে চান, তাহলে এই তিন দিন অর্থাৎ তেরো, চৌদ্দ, পনেরো তারিখ রাখবেন (যারমধ্যে আপনার শবে বারআতও পড়ে যায়)।

এই রাতে আমরা যা করবো নাঃ

- আলাদাভাবে রুটি খাওয়া - উৎসব করা - বাতি জ্বালানো - মসজিদে সমবেত হয়ে ইবাদাত করা।

এগুলো হলো বিদ'আত। ফিকহের সবগুলো কিতাবে এগুলোকে বিদ'আত, মাকরূহে তাহরীমি লিখা হয়েছে।

আমরা শেষ কথায় পৌঁছতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কেউই এই রাত উপলক্ষ্যে মসজিদে সমবেত হয়ে আলাদা ইবাদাত করেননি।

এই রাতে দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে এমন হাদীস আমরা শুনি। কিন্তু এটা যঈফ [জামে আত-তিরমিজিঃ ১৩৮৮]।

তবে সহীহ বুখারীর আরেকটি হাদীসে আমরা পাই, "প্রতি রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আল্লাহ আকাশে এসে ঘোষণা দেন- যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো, যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দেবো, যে আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করবো।" [সহীহ বুখারীঃ ১১৪৫]

এই সুযোগ প্রতি রাতে। আমরা যদি প্রতি রাতে দু'আ করি, তাহলে প্রতি রাতই আমাদের জন্য 'শবে বরাত' হয়ে যায়। মুসলিমের জন্য প্রতি রাতই তো দু'আ কবুলের রাত। তারমানে দু'আ কবুলের রাত শুধু শবে বরাতই না।

✧ শবে বরাতের ইতিহাস

হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে এ রাতের ব্যাপারে অনেক হাদীস আমাদের হস্তগত হয়েছে। তবে যেসব হাদীসসমূহ পরিপূর্ণতার আলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যতা রাখে তা নিম্নে বর্ণিত হল, যথা:
রাসূল (সা.) বলেছেন: শা'বান মাসের মধ্য রজনীতে (১৫ ই শা'বানের রাতে) ঘুমিয়ে ছিলাম এমন সময় জিব্রাঈল (আ.) আমার শিয়রে উপস্থিত হয়ে বলল: হে মুহাম্মদ উঠুন! এর পর সে আমাকে শোয়া থেকে উঠালো এবং বাকী কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে বলল: আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন! আজ রাতে আসমানের দরজাসমূহ খুলে যাবে। রহমতের দরজাসমূহ খুলে যাবে এবং খুলে যাবে সকল সুখ, সমৃদ্ধি, ক্ষমা, রুযি, পরিত্রাণ পাওয়া ও পূনর্জ্বিবীত হওয়ার দরজাসমূহ ও আরো অন্যান্য ...। আল্লাহ্ সুবহানাহু

ওয়া তা'য়ালা এ রাতে চারপায়ী জন্তুর গায়ের চুল ও পশমের পরিমাণ নিজ বান্দাগণকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করবেন। এ রাতে তিনি মৃত্যুর সময় এবং আগামী এক বছরের রিযিক (এখানে সকল নেয়ামতকেই বুঝানো হয়েছে) নির্ধারণ করবেন। হে মুহাম্মদ! যারা এ রাতে জাগ্রত থেকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে পবিত্র ও একক সত্তা যেনে তাঁর যিকির করবে, তাকে রাজি-খুশি করার জন্য নামায-দোয়া পড়বে, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করবে ও অধিক পরিমাণে আসতাগফার করে রাতকে প্রভাবে পৌছাবে তাদের স্থান হবে বেহেশ্তে এবং তারা এর পূর্বে যা কিছু (গোনাহ) আঞ্জাম দিয়েছে ও পরবর্তিতে আঞ্জাম দিবে তাও ক্ষমা করে দিবেন...।

দ্বিতীয় হিজরীর ১৫ই শা'বানের মধ্য রাতে উক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আর তখন থেকেই শবে বরাতের এ রসম-রেওয়াজ প্রচলিত হয়।(ইবনে তাউউস, আলী বিন মুসা, ইকবালুল আ'মাল, পৃ.- ২১২, বৈরুত প্রিন্ট, প্রকাশক: মুয়াস্সিসাতুল আয়া'লামি লিল মাতবুআ'ত, ১৪১৭ হিজরী। আল্ মাজলিসি, মুহাম্মদ বাকির, বিহরুল আনওয়ার, খণ্ড-৯৮, পৃ.-৪১৩, বৈরুত প্রিন্ট, প্রকাশক: মুয়াস্সিসাতুল ওয়াফা, ১৪০৩ হিজরী।)

ইমাম আলী (আ.)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবা কুমাইল বিন যিয়াদ, ইমামের উদ্ধৃতি দিয়ে এভাবে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন: একদা বছরার মসজিদে আমার মাওলার নিকট বসে ছিলাম এবং সেখানে তাঁর একদল সাথীও উপস্থিত ছিল। আমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন ইমাম (আ.)-কে প্রশ্ন করল: আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার এ فيها يفرق كل امر حكيم -ওই রাতে প্রতিটি নির্দেশই হিকমতের সাথে নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত হবে- সূরা: দুখান, আয়াত নং-৪) উক্তির অর্থ কি?

ইমাম বললেন: "তাঁর কসম, যার হাতে আলীর জীবন! মধ্য শা'বান থেকে বছরের শেষ দিন পর্যন্ত সকল ভাল-মন্দ দিক যা বান্দার উপর জারি হয় তা এই রাতে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এমন কোন বান্দা নেই, যে এ রাতে

জাগ্রত থেকে খাযার নামক দোয়া পাঠ করবে তার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে”।

এরপর ইমাম আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি রাতে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। ইমাম আমাকে বললেন: কি হয়েছে কুমাইল? বললাম: হে আমিরুল মু'মিনিন দোয়ায়ে খাযার শিক্ষা নেয়ার জন্য এসেছি, যদি আমাকে শিক্ষা দেন। তিনি বললেন: বস হে কুমাইল! যখন এ দোয়াটি আমার থেকে শিক্ষা নিবে এবং মুখস্ত করবে, আল্লাহর শপথ প্রতি জুময়া'র রাতে অথবা প্রতি মাসে একবার অথবা বছরে একবার অথবা অন্ততপক্ষে সম্পূর্ণ জীবদ্দশায় একবার তা পড়বে, যাতে করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সাহায্য তোমার উপর বর্তায় এবং তোমাকে রুযি ও ক্ষমা দান করুন। হে কুমাইল! যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে তুমি আমাদের সাথে রয়েছো তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তোমার বৈধ চাওয়া পূরণ করা। তখন তিনি আমাকে উক্ত দোয়াটি শিক্ষা দেন ...।

উল্লিখিত দোয়াটি হচ্ছে সেই দোয়া যা বর্তমানে দোয়ায়ে কুমাইল নামে আমাদের মাঝে পরিচিত। (ইবনে তাউউস, আলী বিন মুসা, ইকবালুল আ'মাল, পৃ.- ২২০, বৈরুত প্রিন্ট, প্রকাশক: মুয়াস্সিসাতুল আয়া'লামি লিল মাতবুআ'ত, ১৪১৭ হিজরী)

❖ **শবে বরাতের ফজিলত, করণীয় ও বর্জনীয়:** ১

❖ **শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. বয়ানের অনুবাদ ও সংকলন :**

❖ **শাবান মাসে প্রিয়নবীর আমল**⁕

❖ **শরয়ী বিধি–**বিধানের দৃষ্টিতে মাহে রমযানের পূর্বে শাবান মাসের ভূমিকা অনেক। কেননা এর পরপরই রমযানের পবিত্র মাস আগত। এ মাসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বিশেষ আমল রয়েছে।

❖ **প্রথম আমল : রমযান পর্যন্ত হায়াত লাভের দুআ:**

প্রথম আমল হলো, যখন শাবানের চাঁদ দেখা দিত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ পড়তেন।

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছে দিন। অর্থাৎ আমাদের হায়াত এ পরিমাণ বৃদ্ধি করে দিন, যাতে আমরা রমযান মাস পেয়ে যাই এবং তার বরকত লাভ করতে পারি।

◈ দ্বিতীয় আমল : বেশি বেশি রোযা রাখা:

আম্মাজান হযরত আয়শা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত,
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে খুব বেশি রোযা রাখতেন। তাই এ মাসকে রমযানের প্রস্তুতি মনে করতে পারেন, রোযার অনুশীলনও মনে করতে পারেন। আর রমযানের ইস্তেকবালও মনে করতে পারেন। এগুলো নফল রোযা। ফরজ বা ওয়াজিব নয়। তবে এ মাসের যে কোনো দিন রোযা রাখা অন্য মাসের সাধারন দিনগুলোতে রোযার চেয়ে বেশি ফযীলত রাখে। এক্ষেত্রে রোযা রাখার দিন তারিখ নির্দিষ্ট নেই। সংখ্যাও নির্ধারিত নেই। বরং এ মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সময়ই তাওফীক হয় নফল রোযা রাখবে।

হযরত আয়শা রা. বলতেন, শারিরীক কারণে রমযান মাসে আমার যেসব রোযা কাযা হয়ে যেত আমি সেগুলোর কাযা শাবান মাসে করতাম। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রোযা রাখতেন। তাই আমার জন্য রোযা রাখা সহজ হয়ে যেত। এর দ্বারা শাবানের রোযার ফযীলত বুঝা যায়।

অবশ্য সাথে সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন, রমযানের সামান্য পূর্বে তথা এক-দুই দিন পূর্বে রোযা রাখা উচিত নয়। এর একটি কারণ ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন, এটা এ জন্য যাতে মানুষ রমযানের রোযাগুলো উদ্যোমের সহিত আদায় করতে পারে। আগে থেকে রোযা রেখে ক্লান্ত না হয়ে পরে।

◈ দ্বিতীয় কারণটি আরো সূক্ষ্ম।

তাহলো, দীন- অনুসরণের নাম। আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধের অনুসরণের নাম। নিজের খেয়াল-খুশি ও সুখ পুরণ করার নাম দীন নয়। এজন্য বেদআতকে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা বেদআতের মধ্যে নিজের মনপুত কোনো বিষয়কে দীন সাব্যস্ত করা হয়। তাতে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের অনুসরণ হয় না। তাই শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে রমযানের এক-দুইদিন পূর্বে রোযা রাখা বন্ধ করে দাও। কারণ, এক-দুই দিন পূর্বে রোযা রাখলে ধরা হবে যেন, তুমি নিজের পক্ষ থেকে রোযার মধ্যে বৃদ্ধি করেছ। আল্লাহ তাআলা তো তোমার উপর ত্রিশ রোযা ফরজ করেছেন। তুমি তার সাথে যুক্ত করলে শাবানের শেষের আরো দুই রোযা। এতে রোযা বত্রিশটি হয়ে গেল। ফরজের মধ্যে বৃদ্ধি হলো। শরীয়ত এ বিষয়ে খুব করাকরি আরোপ করে, কেউ যেন আল্লাহ তাআলার ফরজের মধ্যে কমও না করে, বেশিও না করে।

একইভাবে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, শরীয়তের নির্দেশ হলো, একেবারে শেষ সময়ে সাহরী খাওয়া। আর সূর্য অস্তে যাওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা। কেননা যদি দুই ঘন্টা আগেই সাহরী খেয়ে অবসর হয়ে যাও বা সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পরও ইফতারী করতে বিলম্ব কর তাহলে নিজের পক্ষ থেকে রোযার পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটানো হবে।

এর থেকে অনুমাণ করা যায় শরীয়ত কত সূক্ষ্মভাবে এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, কোনো মানুষ যেন নিজের পক্ষ থেকে দীনের মধ্যে বৃদ্ধি না করে। চাই সেটা বাহ্য দৃষ্টিতে যত সুন্দরই মনে হোক। ইবাদত মনে হোক। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তরীকার খেলাপ হওয়াতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সওয়াবের তো প্রশ্নই আসে না। উল্টো গুনাহ হবে।

◈ তৃতীয় আমল : শবেবরাতে ইবাদত-বন্দেগী*

শাবানের চৌদ্দ ও পনের তারিখের মাঝামাঝি রাত একটি ফযীলতপূর্ণ রজনী । একে আমাদের এখানে সাধারণভাবে শবেবরাত বলা হয়। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা এর ফযীলত প্রমাণিত।

◈ শবেবরাতের হাকীকত :

এক শ্রেণির লোক মনে করেন, এ রাতের ফযীলত কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ রাতে জেগে থাকা, তাতে বিশেষভাবে ইবাদত-বন্দেগী করা এবং তা সওয়াবের বিষয় মনে করা ভিত্তিহীন। কেউ কেউ তো এ রাতে ইবাদত করাকে বেদআত পর্যন্ত বলে ফেলছেন। তাই মানুষের মনে এ রাত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। অতএব এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা সংগত মনে করছি।

◈ অনুসরণের নাম দীন:

আমি আপনাদেরকে বার বার বলেছি, যে জিনিস কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও বুজুর্গানেদীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাকে দীনের অংশ মনে করাই বিদআত। আমি সব সময় এ কথা বলে আসছি, নিজের পক্ষ থেকে একটি পথ-পদ্ধতি তৈরি করে তার উপর চলার নাম দীন নয়। দীন হলো অনুসরণের নাম। কার অনুসরণ করবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ, সাহাবাদের অনুসরণ, তাবেয়ীদের অনুসরণ ও বুজর্গানেদীনের অনুসরণ। অতএব বাস্তবেই যদি এ রাতের

ফযীলত প্রমাণিত না হয় তবে নিঃসন্দেহে এর ব্যাপারে বিশেষ গুরাত্বারোপ করা বেদআত হবে। যেমন, শবে মেরাজের ব্যাপারে আমি বলেছি। শবে মেরাজে বিশেষ কোনো ইবাদতের কথা কুরআন-হাদীসে নেই।

❖ এ রাতের ফযীলত ভিত্তিহীন নয়:

কিন্তু বাস্তবতা হলো, শবেবরাতেরর ফযীলত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়- এ কথা ঠিক নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ রাতের ফযীলত বর্ণিত আছে। আর এমন হাদীস "দশজন সাহাবী" বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো হাদীস সনদের বিবেচনায় দুর্বল বটে। এ সুবাদেই কতিপয় আলেম মন্তব্য করেছেন, এ রাতের ফযীলত ভিত্তিহীন। কিন্তু মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের সিদ্ধান্ত হলো, যদি কোনো বর্ণনা সনদের বিবেচনায় দুর্বল হয়, কিন্তু তার সমর্থনে অন্য আরো হাদীস থাকে তাহলে তার দুর্বলতা বাকি থাকে না। আমি বলেছি, দশজন সাহাবী থেকে এ রাতের ফযীলতের হাদীস বর্ণিত। অতএব দশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বিষয়কে ভিত্তিহীন এবং বানোয়াট আখ্যায়িত করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

❖ শবেবরাত এবং খাইরুল কুরুন [শ্রেষ্ঠ যুগ]:

মুসলিম জাতির খাইরুল কুরুন [শ্রেষ্ঠ যুগ] তথা সাহাবা, তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীনের যুগেও 'এ রাতকে' ফযীলতের রাত হিসেবে পালন করা হত। লোকেরা এ রাতের ইবাদতের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতেন। অতএব এটাকে বেদআত, বানোয়াট বা ভিত্তিহীন বলা ঠিক নয়। সঠিক কথা হলো, এটি ফযীলতপূর্ণ ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রজনী। এ রাতে জাগ্রত থাকা ফযীলতের কাজ। এ রাতে ইবাদত বন্দেগীতে বিশেষ সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে।

◈ বিশেষ কোনো ইবাদত নির্দিষ্ট নেই:

এটাও ঠিক যে, এ রাতে ইবাদতের বিশেষ কোনো তরীকা নেই। যেমন, কেউ কেউ নিজেদের থেকে একটি তরীকা গড়ে বলে থাকে, শবেবরাতের বিশেষ পদ্ধতিতে নামায আদায় করতে হয়। প্রথম রাকাতে অমুক সূরা এত সংখক পড়তে হয়। দ্বিতীয় রাকাতে অমুক সূরা এত সংখক পড়তে হয়। অথচ এর কোনো প্রমাণ বা দলিল নেই। এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ রাতে যত সম্ভব নফল ইবাদত করবে। নফল নামায পড়বে। কুরআন তিলাওয়াত করবে। যিকির ও তাসবীহ পাঠ করবে। দোয়া করবে। এ সবই করা যাবে। কিন্তু এর বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই।

◈ এ রাতে কবরস্তানে যাওয়া:

এ রাতের আরেকটি আমল আছে। হজরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে: নবীজি (সা.) এ রাতে মদিনার কবরস্থান 'জান্নাতুল বাকি'তে এসে মৃতদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করতেন। তিনি আরও বলেন, নবীজি (সা.) তাঁকে বলেছেন, এ রাতে বনি কালবের ভেড়া–বকরির পশমের (সংখ্যার পরিমাণের) চেয়েও বেশিসংখ্যক গুনাহগারকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (তিরমিজী)

এর থেকে মুসলমানরাও এ রাতে কবর যিয়ারতে গিয়ে থাকেন। কিন্তু আমার পিতা হযরত মুফতী শফী রাহ. একটি কাজের কথা বলতেন। কথাটি সব সময় স্মরণ রাখার মতো। তিনি বলতেন, যে বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে পর্যায়ে প্রমাণিত, তাকে সেই স্তরেই রাখা উচিত। বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর গোটা জীবনে এক শবেবরাতে জান্নাতুল বাকীতে গিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু একবার যাওয়ার কথা পাওয়া যায় তাই তুমিও জীবনে যদি একবার যাও তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু যদি প্রতি শবেবরাতে গুরুত্বের সাথে কবরস্তানে যাওয়া হয়, একে আবশ্যক মনে করা

হয়, শবেবরাতের গুরুত্বের একটি অংশ ভাবা হয়। কবরস্তানে যাওয়া ছাড়া শবেবরাতই হয় না,এমন ধারণা করা হয় তাহলে তা হবে বাড়াবাড়ি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসরণে জীবনের এক শবেবরাতে কবরস্তানে গমন করলে তা হবে সওয়াবের কাজ। কখনো কখনো না যাওয়াও চাই। সব সময় যাওয়ার নিয়ম বানিয়ে নেয়া যাবে না। জরুরিও মনে করা যাবে না। দীনকে যথাযথ বুঝার অর্থ এটাই। যে জিনিস যে স্তরের, তাকে সেভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে। বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

❖ নফল নামায বাড়িতে পড়বে:

শুনেছি, অনেকে এ রাতে এবং কদরের রাতে জামাতের সাথে নফল নামায পড়েন। প্রথম দিকে শুধু শবিনা জামাতের সাথে পড়া হত। এখন সালাতুততাসবীহও জামাতে পড়া হয়। অথচ সালাতুততাসবীহ এর জন্য জামাত নেই। এটি জামাতে পড়া নাজায়েয। এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি

শুনুন! মূলনীতিটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তাহলো, ফরজ নামায এবং যেসব নামায রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতের সাথে আদায় করেছেন, যথা : তারাবীহ, বিতর এবং ইসতিস্কা ইত্যাদির নামায –এ সকল নামায ছাড়া অবশিষ্ট সব ধরনের নফল নামায বাড়িতে পড়া উত্তম। ফরয নামাযের বৈশিষ্ট্য হলো, তা জামাতের সাথে আদায় করা শুধু উত্তমই নয়; বরং ওয়াজিবের কাছাকাছি, সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর সুন্নত ও নফলের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, এগুলো নিজ ঘরে আদায় করবে। কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম লক্ষ্য করলেন, মানুষ ঘরে গিয়ে অনেক সময় সুন্নত আর পড়ে না। তাই তারা এ কথাও বলেছেন, ঘরে গেলে সুন্নত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে মসজিদেই পড়ে নিবে। সুন্নত যেন ছুটে না যায়; তাই এ কথা বলেছেন। যদিও নিয়ম হলো সুন্নত ঘরে পড়া।

❖ করনীয় বর্জনীয় (৩)

❖ আতশবাজিঃ

দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথমটি থেকে আরো খারাপ। সেটি হলো শবেবরাতে আতশবাজির প্রচল শুরু হয়েছে। এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এই আতশবাজির মাধ্যমে অনেক সময় বহু নিষ্পাপ জান ধ্বংশ হয়ে যায়। করাচীর মৌলভী বাজার আজো সাক্ষী হয়ে আছে। কোনো এক শবেবরাতের আতশবাজির ধ্বংশলীলার সাক্ষী হয়ে আছে। গোটা বাজার পুরে ধ্বংশ হয়ে গেছে। হালুয়া-রুটি পাকানো তো সাধারন দিনে জায়িয। কিন্তু এভাবে আতশবাজি করা যাতে টাকার অপচয় হয়, মানুষের জান-মালের ক্ষতির আশংকা থাকে তা তো সাধারন দিনেও জায়িয নেই। বরং হারাম। তো এই মোবারক রাত যাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা করা হয় এ ধরনের অহেতুক গুনাহর কাজ পরিহার করা চাই।

❖ দুই ব্যক্তির ক্ষমার অযোগ্যঃ

এ রাত এবং শবে কদর উভয়টির ব্যাপারে একটি বর্ণনায় এসেছে, তাতে কাল্ব গোত্রের বকরীর পশম পরিমাণ লোকদেরকে ক্ষমা করা হয়। কাল্ব আরবের একটি বিশাল গোত্র। তাতে অনেক বকরী ছিল। প্রত্যেক বকরীর গায়ে অসংখ্য পশম হয়। তো পুরা গোত্রে সমস্ত বকরীর গায়ে যে পরিমাণ পশম সে পরিমাণ লোকদের ক্ষমা করা হয়। কিন্তু বলা হয়েছে, দুই জন লোককে ক্ষমা করা হয় না।

(এক). বিদ্বেষ পোষণকারীঃ

প্রথম ক্ষমার অযোগ্য হলো, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের প্রতি কীনা-বিদ্বেষ রাখে। কীনার অর্থ অকারণে কারো অমঙ্গল কামনা বা কাউকে কষ্ট দেয়া বা লাঞ্চিত করার ফিকিরে থাকা। আল্লাহ তাআলা কোনো মুসলমানের প্রতি কীনা রাখা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। আ-মি-ন।

কারো কোনো ভুল হয়ে থাকলে তাকে সরাসরি আমাদের বলা উচিত। তার সাথে সমস্যার সমাধান করে নিতে হবে। শরীয়ত তো এই হকও দিয়েছে,

যে, সে যতটুকু কষ্ট দিয়েছে ততটুকু বদলা নিয়ে নিবে। কিন্তু অন্তরে কীনা রাখা, তার প্রতি অমঙ্গল কামানা করা এবং তাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করা এমন মারাত্মক গুনাহ যা এ রাতেও ক্ষমা করা হয় না।

(দুই). টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারীঃ

দ্বিতীয় ক্ষমার অযোগ্য হলো, যে টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পায়জামা, প্যান্ট বা লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধান করে।আজকাল মানুষ এতে ব্যাপক হারে লিপ্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহুম্মা আ-মি-ন। হাদীসে এসেছে, এটা তাকাব্বুরের আলামত। আল্লাহ তাআলা তাকাব্বুরকে কোনোভাবে সহ্য করেন না। আল্লাহ বলেন-

الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته

অর্থাৎ বরত্ব প্রকাশ আমার চাদড়। যে আমার চাদড় নিয়ে টানাটানি করবে আমি তার ঘাড় মটকিয়ে দিব।
সুতরাং তাকাব্বুর মারাত্মক গুনাহর কাজ। আর এভাবে কাপড় পড়া তাকাব্বুরের প্রতীক। এজন্য এর থেকে বারন করেছেন এবং তাকে ক্ষমার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। আসলে এতে তো এমন কোনো ফায়দাও নেই। শুধু শুধু আল্লাহর রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা হবে।

◈ শাবানের পনের তারিখের রোযাঃ

১৪ ই শাবানের পরের দিন ১৫ শাবান সম্পর্কেও একটি মাসআলা জেনে রাখা দরকার। তাহলো, বরাতের রাতের পরের দিন রোযা রাখার কথা হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে শুধু একটি বর্ণনায় এসেছে। এ বর্ণনাটি আবার দুর্বল। তাই অনেক আলেম বলেছেন, এ বর্ণনার ভিত্তিতে বিশেষভাবে ১৫ শা’বানের রোযাকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলা ঠিক নয়। অবশ্য গোটা শা’বান মাসে রোযা রাখার ফযীলত প্রমাণিত। অর্থাৎ শা’বানের এক তারিখ থেকে

সাতাশ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখার ফযীলত আছে। তবে আটাশ ও উনত্রিশ তারিখের রোযা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ রমযানের এক দুই দিন পূর্বে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। যাতে রমযানের রোযার জন্য মানুষ স্বাচ্ছন্দের সাথে প্রস্তুত থাকতে পারে।

তাছাড়া শা'বানের এই পনের তারিখ আইয়ামে বীযের অন্তর্ভুক্ত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত প্রতি মাসের আইয়ামে বীয তথা ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখতেন। তাই এটা এক দিকে শা'বানের ১৫ তারিখ, অপর দিকে আইয়ামে বীযের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি এই দুই কারণে রোযা রাখে তাহলে ইনশাআল্লাহ সওয়াবের অধিকারী হবেন। কিন্তু বিশেষভাবে ১৫ শা'বানের রোযাকে সুন্নত বলা- এটা অনেক আলেমের মতে ঠিক নয়। এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব রোযার অধ্যায়ে ১০ মুহাররম এবং আরাফার দিনের রোযা উল্লেখ করলেও ১৫ শা'বানের রোযার কথা উল্লেখ করেন নি। বরং বলেছেন, শা'বানের যে কোনো দিন রোযা রাখা উত্তম। এই দৃষ্টিকোন থেকে কেউ রোযা রাখলে সে সওয়াব লাভ করবে বটে, কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট কোনো তারিখের বিশেষত্ব নেই।

আমি আগেও বলেছি, প্রত্যেক জিনিসকে তার নির্ধারিত সীমায় রাখা জরুরি। দীন মূলত সীমারেখা রক্ষারই নাম। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কম বেশি করার নাম দীন নয়। তাই শা'বানের ১৫ তারিখের রোযা যে পর্যায়ের সে পর্যায়েই রাখতে হবে। তাকে বিশেষ সুন্নত সাব্যস্ত করা যাবে না।

◈ তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুনঃ

এই হলো, শবেবরাত এবং তার রোযার ব্যাপারে সারসংক্ষেপ আলোচনা। এ কথাগুলো সামনে রেখে আমল করা চাই। এর বাইরে তর্ক-বিতর্কে জড়ানো উচিত নয়। বর্তমানের সমস্যা হলো, কেউ কিছু বললেই সে ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। আসলে হওয়া দরকার ছিল, নির্ভরযোগ্য লোক

থেকে কিছু শুনলে বিনা দ্বিধায় তার উপর আমল করা। অন্য কেউ ব্যতিক্রম বললেও তার সাথে বিতর্কে না জড়ানো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর্কে জড়াতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, المرَاءُ يُطْفِئُ نُوْرَ الإِيْمَانِ অর্থাৎ এ ধরনের বিষয়ে পরস্পরে তর্ক-বিতর্ক ইলমের নূর নষ্ট করে দেয়। আমাদের বিগত দিনের এক কবি আকবর ইলাহাবাদীর এ বিষয়ে চমৎকার একটি কবিতা আছে-

مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں + فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

অর্থাৎ মতবাদগত আলোচনা আমি মোটেই করিনি। অহেতুক জিনিসের পিছনের পড়ার ফুরসত আমার নেই।

মতবাদ নিয়ে অযথা তর্ক-বিতর্কে সময় নষ্ট হয়। যাদের ফালতু বুদ্ধি আছে তারা এ সবে জড়ায়। তাই আমরা বলি, যে আলেমের প্রতি তোমার আস্থা রয়েছে তার কথা অনুযায়ী চল। ইনশাআল্লাহ! মুক্তি পাবে। অন্য আলেম ভিন্ন কথা বললে তাতে তর্কে জড়ানোর দরকার নেই। এটাই সঠিক পন্থা।

◈ রমযান আসছে পবিত্র হওঃ

সারকথা হলো, এ রাতের ফযীলতকে ভিত্তিহীন বলা ঠিক নয়। আমার তো মনে হয় আল্লাহ তাআলা শবেবরাতকে রমযানে দুই সাপ্তাহ আগে দিয়ে মাহে রমযানকে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করেছেন। রমযানের রিহার্সেল এবং প্রস্তুতির ব্যবস্থা করেছেন। তৈরি হয়ে যাও। পবিত্র মাস আসছে, যাতে রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়। যাতে আমি ক্ষমার দরজা খুলে দেই, সে মাসের জন্য প্রস্তুত হও।

মানুষ কোনো বড় দরবারে যাওয়ার পূর্বে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। গোসল করে। কাপড় ধৌত করে। অতএব আল্লাহর শাহী দরবার যখন উন্মুক্ত করা হচ্ছে, সেই দরাবারের জন্য প্রস্তুত হও। এর জন্য একটি রাত ব্যয় কর। আল্লাহ বলছেন, আস! তোমাকে গোসল দিয়ে গুনাহ থেকে পবিত্র

করে দিচ্ছি, যাতে আমার সাথে যথাযথভাবে তোমার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। গুনাহ মুক্ত হয়ে গেলে রমযানের রহমত-বরকত দ্বারা সঠিকভাবে উপকৃত হতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেকে এ রজনী দিয়েছেন। এর মূল্যায়ন করা দরকার। আল্লাহ আমাদেরকে এ রাতের মূল্যায়ন করা এবং তাতে ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক দান করুন।

আল্লাহুম্মা আ-মি-ন।

মধ্যপন্থা অবলম্বন: আমল- ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে ইসলামে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা আমলে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, বাড়াবাড়ি করো না। সকাল-সন্ধ্যায় (ইবাদতের জন্য) বের হয়ে পড়ো এবং রাতের কিছু অংশেও। তোমরা অবশ্যই পরিমিতি রক্ষা করো। তাহলে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।' (বুখারি শরিফ, হাদিস : ৬৪৬৩)

মানবজীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের ফজিলত সম্পর্কে আরও একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইসলামে মধ্যপন্থা প্রশংসিত জেনেও আমাদের মধ্যে তা অবলম্বনের ঘাটতি দেখা যায়। শবে বরাতের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও প্রকট। মানে আমরা এ রাতের আমল ও করণীয় সম্পর্কে দুই ভাগে বিভক্ত; এক শ্রেণি বাড়াবাড়িতে লিপ্ত, আরেক শ্রেণি ছাড়াছাড়িতে। কেউ শবে বরাতকে সর্বশ্রেষ্ঠ রজনী আখ্যা দেন, আবার কেউ এটিকে একটি সাধারণ রাতের চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন না। অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং এখানেও যদি আমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করি, তাহলে সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর থাকতে পারি। শবে বরাতে মধ্যপন্থা ও সঠিক সিদ্ধান্ত কী এবং আরও কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

শবে বরাতে কি ভাগ্য লেখা হয় ?

অনেকে বিশ্বাস করেন, ফজিলতপূর্ণ এ রাতে সৃষ্টিকুলের ভাগ্য লেখা হয়। এক্ষেত্রে তারা পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হা-মিম! শপথ! উজ্জ্বল কিতাবের, নিশ্চয়ই আমি তা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে; নিশ্চয়ই আমি ছিলাম সতর্ককারী। যাতে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। এ নির্দেশ আমার তরফ থেকে, নিশ্চয়ই আমিই দূত পাঠিয়ে থাকি।' (সুরা দুখান, আয়াত: ১-৫)। আয়াতে উল্লেখিত 'বরকতময় রাত'কে ইকরিমা (রহ.)-সহ কয়েকজন তাফসিরবিদ 'শবে বরাত' দাবি করেছেন। তবে পবিত্র কোরআনের অন্য দুটি আয়াতের দিকে নজর দিলে খুব সহজেই স্পষ্ট হয় যে—এখানে 'বরকতময় রাত' দ্বারা শবে বরাত নয়; বরং শবে কদরকে বোঝানো হয়েছে।

কারণ, আমরা জানি—পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'রমজান মাস! যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে মানবের দিশারিরূপে ও হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি এটি (কোরআন) নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে।' (সুরা আল কদর, আয়াত : ১)

শেষোক্ত দুই আয়াতের প্রথমটিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে পবিত্র কোরআন রমজান মাসে নাজিল হয়েছে আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে লাইলাতুল কদরে। প্রথম আয়াত যে মাসটির (রমজান) কথা উল্লেখ করেছে ওই মাসেরই একটি রাত হলো লাইলাতুল কদর তথা শবে কদর। এই দুই আয়াত স্পষ্ট করছে যে সুরা দুখানে উল্লেখিত 'বরকতময় রাত' দ্বারাও শবে কদরকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। কেননা, কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে, শবে কদরে। এখানে 'বরকতময় রাত' দ্বারাও সেটিই বলা হয়েছে। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সৃষ্টির ভাগ্য লেখা হয় শবে কদরে; শবে বরাতে নয়।

◈ শবে বরাত সম্পর্কে একটি চমৎকার উক্তি:

দেশের অন্যতম শীর্ষ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আল

ইসলামিয়া। ইসলামের উচ্চতর পড়াশোনার এই প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষা সচিব ও উচ্চতর হাদিস বিভাগের প্রধান মুফতি আব্দুল মালেক (দা: বা:)। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এ আলেম শবে বরাত সম্পর্কে চমৎকার অভিমত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'শবে বরাত সম্পর্কে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হলো– এ রাতের ফজিলত সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোনও রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদযাপনের বিশেষ কোনও পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্য সব সাধারণ রাতের মতো মনে করা এবং এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে যত হাদিস এসেছে সবগুলোকে মওযু (বানোয়াট) বা জঈফ (দুর্বল) মনে করা যেমন ভুল, তেমনি এ রাতকে শবে কদরের মতো বা তার চেয়েও বেশি ফজিলতপূর্ণ মনে করাও একটি ভিত্তিহীন ধারণা। (আলকাউসার, সেপ্টেম্বর-২০০৫)।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের প্রতিটি বিষয় সঠিকভাবে বুঝে তা পরিপালনের তাওফিক দান করেন। আল্লাহুম্মাআ-মি-ন ।

আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর -১
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.) এর

'মধ্য শাবানের রজনী' বা 'শবে বারাত' বিষয়ক সকল সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস সনদ-সহ বিস্তারিত আলোচনা সংযুক্ত করেছেন তার "কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল'' নামক গ্রন্থে। এখানে আমি এ বিষয়ক জাল হাদীসগুলো আলোচনা করতে চাই। প্রসঙ্গত এ বিষয়ক সহীহ ও যয়ীফ হাদীসগুলোর বিষয়েও কিছু কথা আসবে।

১. মধ্য শাবানের রাত্রির বিশেষ মাগফিরাত

এ বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

''মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।''
এ অর্থের হাদীস কাছাকাছি শব্দে ৮ জন সাহাবী: আবূ মূসা আশআরী, আউফ ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, মুয়ায ইবনু জাবাল, আবু সা'লাবা আল-খুশানী, আবূ হুরাইরা, আয়েশা ও আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।[1] এ সকল হাদীসের সনদ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা উপর্যুক্ত গ্রন্থে করেছি। এগুলোর মধ্যে কিছু সনদ দুর্বল ও কিছু সনদ 'হাসান' পর্যায়ের। সামগ্রিক বিচারে হাদীসটি সহীহ। শাইখ আলবানী বলেন, ''হাদীসটি সহীহ। তা অনেক সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা একটি অন্যটিকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করে।...[2]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রিটি একটি বরকতময় রাত এবং এ রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। কিন্তু এ ক্ষমা অর্জনের জন্য শিরক ও বিদ্বেষ বর্জন ব্যতীত অন্য কোনো আমল করার প্রয়োজন আছে কি না তা এই হাদীসে উল্লেখ নেই।

২. মধ্য শাবানের রাত্রিতে ভাগ্য লিখন
কিছু কিছু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ রাত্রিতে ভাগ্য অনুলিপি করা হয় বা পরবর্তী বছরের জন্য হায়াত-মউত ও রিযক ইত্যাদির অনুলিপি করা হয়। হাদীসগুলোর সনদ বিস্তারিত আলোচনা করেছি উপর্যুক্ত পুস্তকটিতে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলো অত্যন্ত দুর্বল অথবা বানোয়াট। এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয় নি।
এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

''আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে এবং আমি তো সতর্ককারী। এ রজনীতে প্রত্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।''[3]

এ বাণীর ব্যাখ্যায় তাবিয়ী ইকরিমাহ, বলেন, এখানে ‘মুবারক রজনী’ বলতে ‘মধ্য শাবানের রাতকে’ বুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ বলেন, এ রাতে গোটা বছরের সকল বিষয়ে ফয়সালা করা হয়।[4]

মুফাস্সিরগণ ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেন নি। ইমাম তাবারী বিভিন্ন সনদে ইকরিমার এ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করার পরে তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইকরিমার এ মত ভিত্তিহীন। তিনি বলেন যে, সঠিক মত হলো, এখানে ‘মুবারক রজনী’ বলতে ‘লাইলাতুল কদর’-কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ যে রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন সে রাত্রিকে এক স্থানে লাইলাতুল কদর: ‘তাকদীরের রাত’ বা ‘মর্যাদার রাত’ বলে অভিহিত করেছেন[5]। অন্যত্র এ রাত্রিকেই ‘লাইলাতুম মুবারাকা’ বা ‘বরকতময় রজনী’ বলে অভিহিত করেছেন। এবং এ রাত্রিটি নিঃসন্দেহে রামাদান মাসের মধ্যে; কারণ অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন।[6] এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মুবারক রজনী রামাদান মাসে, শাবান মাসে নয়।[7]
পরবর্তী মুফাস্সিরগণ ইমাম তাবারীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, 'মুবারক রজনী’ বলতে এখানে ‘মহিমান্বিত রজনী’ বা ‘লাইলাতুল কদর’ বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে ‘লাইলাতুম মুবারাকা’ এবং ‘লাইলাতুল কদর’ একই রাতের দুটি উপাধি। দুটি কারণে মুফাস্সিরগণ ইকরিমার তাফসীরকে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন:

(ক) ইকরিমার মতটি কুরআনের সুস্পষ্ট বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন। অন্যত্র বলেছেন যে, একটি মুবারক রাত্রিতে ও একটি মহিমান্বিত রাত্রিতে তিনি কুরআন নাযিল করেছেন। এ সকল আয়াতের সমন্বিত সুস্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ রামাদান মাসের এক রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছেন এবং সে রাতটি বরকতময় ও মহিমান্বিত। মুবারক রজনীকে শবে বরাত বলে দাবী করলে এ আয়াতগুলোর স্পষ্ট অর্থ বিভিন্ন অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল

করতে হয়।

(খ) বিভিন্ন সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা 'মুবারক রজনী'-র ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ রাতটি হলো 'লাইলাতুল কদর' বা 'মহিমান্বিত রজনী'। সাহাবীগণের মধ্য থেকে ইবনু আববাস (রা) ও ইবনু উমার (রা) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তাবিয়ীগণের মধ্যে থেকে আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামী (৭৪ হি), মুজাহিদ বিন জাবর (১০২ হি), হাসান বসরী (১১০ হি), ক্বাতাদা ইবনু দি'আমা (১১৭ হি) ও আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম মাদানী (১৮২ হি) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থ লাইলাতুল কদর।[8]

৩. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে দোয়া-মুনাজাত

মধ্য শাবানের রজনীর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলোতে এ রাত্রিতে সাধারণভাবে দোয়া করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ রাতে দোয়া করা, আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আকুতি জানানো এবং জীবিত ও মৃতদের পাপরাশি ক্ষমালাভের জন্য প্রার্থনার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু হাদীস দুর্বল এবং কিছু হাদীস জাল।

৪. অনির্ধারিত সালাত ও দোয়া

মধ্য শাবানের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণিত কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে সালাত আদায় ও দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস এ রাত্রির সালাতের জন্য কোনো নির্ধারিত রাক'আত, নির্ধারিত সূরা বা নির্ধারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয় নি। শুধু সাধারণভাবে এ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ আদায় ও দোয়া করার বিষয়টি এ সকল হাদীস থেকে জানা যায়। এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলো প্রায় সবই বানোয়াট। দু-একটি হাদীস দুর্বল হলেও বানোয়াট নয়।

৫. নির্ধারিত রাক'আত, সূরা ও পদ্ধতিতে সালাত

শবে বরাত বিষয়ক অন্য কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে বিশেষ পদ্ধতিতে, বিশেষ সুরা পাঠের মাধ্যমে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রাকআত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এই অর্থে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট। হিজরী চতুর্থ শতকের পরে রাসুলুলাহ (ﷺ) -এর নামে বানিয়ে এগুলো প্রচার করা হয়েছে। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি জাল ও বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করছি।

৬. ৩০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ৩০ বার সূরা ইখলাস

"যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে প্রত্যেক রাকআতে ৩০বার সুরা ইখলাস পাঠের মাধ্যমে ৩০০ রাকআত সালাত আদায় করবে জাহান্নামের আগুন অবধারিত এমন ১০ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" হাদীসটি ইবনুল ক্বাইয়িম বাতিল বা ভিত্তিহীন হাদীস সমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[9]

৭. ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার সুরা ইখলাস

মধ্য শাবানের রজনীতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন হিজরী চতুর্থ শতকের পরে মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ৪৪৮ হি. সনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথম এ রাত্রিতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন শুরু হয়।[10] এ সময়ে বিভিন্ন মিথ্যাবাদী গল্পকার ওয়ায়িয এ অর্থে কিছু হাদীস বানিয়ে বলেন। এ অর্থে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

এর প্রথমটি আলী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত: যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা ও ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে সে উক্ত রাতে যত প্রয়োজনের কথা বলবে আল্লাহ তায়ালা তার সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন। লাওহে মাহফুযে তাকে দুর্ভাগা লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে সৌভাগ্যবান হিসেবে তার নিয়তি নির্ধারণ করা হবে, আল্লাহ

তায়ালা তার কাছে ৭০ হাজার ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা তার পাপরাশি মুছে দেবে, বছরের শেষ পর্যন্ত তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখবে, এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা ‘আদন’ জান্নাতে ৭০ হাজার বা ৭ লাখ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা জান্নাতের মধ্যে তার জন্য শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করবে এবং তার জন্য বৃক্ষরাজি রোপন করবে...। যে ব্যক্তি এ নামায আদায় করবে এবং পরকালের শান্তি কামনা করবে মহান আল্লাহ তার জন্য তার অংশ প্রদান করবেন।

হাদীসটি সর্বসম্মতভাবে বানোয়াট ও জাল। এর বর্ণনাকারীগণ কেউ অজ্ঞাত পরিচয় এবং কেউ মিথ্যাবাদী জালিয়াত হিসেবে পরিচিত।[11]

এ বিষয়ক দ্বিতীয় জাল হাদীসটিতে জালিয়াতগণ ইবনু উমার (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলেছে: ‘‘যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে এক শত রাকআত সালাতে এক হাজার বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তা‘য়ালা তার কাছে ১০০ জন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, তন্মধ্যে ত্রিশজন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে, ত্রিশজন তাকে জাহান্নমের আগুন থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ প্রদান করবে, ত্রিশজন তাকে ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং দশজন তার শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে।’’

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের অধিকাংশ রাবী অজ্ঞাতপরিচয়। বাকীরা মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।[12]

এ বিষয়ক তৃতীয় জাল হাদীসটিতে মিথ্যাবাদীগণ বিশিষ্ট তাবিয়ী ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ আল বাকির (১১৫ হি) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরাতে বর্ণনা করেছে: ‘‘যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাতে ১০০০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বেই মহান আল্লাহ তার কাছে ১০০ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন। ৩০ জন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ

দিবে, ৩০ জন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবে। ৩০ জন তার ভুল সংশোধন করবে এবং ১০ জন তার শত্রুদের নাম লিপিবদ্ধ করবে।’’

ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের কিছু রাবী অজ্ঞাতপরিচয় এবং কিছু রাবী মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।।[13]

১০০ রাকআত সংক্রান্ত এ বিশেষ পদ্ধতিটি হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন গল্পকার ওয়ায়িযদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং যুগে যুগে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে ভারতীয় ওয়ায়িযগণ এ সালাতের পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেক দু রাকআতের পরে ‘‘তাসবীহুত তারাবীহ’’র প্রচলন করেন এবং ১০০ রাকআত পূর্ণ হওয়ার পর কতিপয় সাজদা, সাজদার ভিতরে ও বাহিরে কতিপয় দোয়া সংযুক্ত করেছেন।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৬ হি) বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস সমুহের মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হলো, মধ্য শাবানের রাতে পঞ্চাশ সালামে ১০০ রাকআত সালাত আদায় করতে হবে। প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক দুই রাকআত পর ‘তাসবীহুত তারাবীহ’ পাঠ করবে, এর পর সাজদা করবে। সাজদার মধ্যে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর সাজদা থেকে মাথা তুলবে এবং নবী (ﷺ) এর উপর দুরূদ পাঠ করবে ও কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করবে এবং তাতে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে।[14]

৮. ৫০ রাক‘আত

ইমাম যাহাবী এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হাদীস হিসেবে হাদীসটির বর্ণনাকারী অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আলমীলী আত তাবারীর

জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। উক্ত মুহাম্মাদ বিন সাঈদ এ হাদীসটি তার মতই অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মদ বিন আমর আল বাজালী এর সনদে আনাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেনঃ যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ৫০ রাকআত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে যত প্রকার প্রয়োজনের কথা বলবে তার সবটুকুই পূরণ করে দেয়া হবে। এমনকি লাওহে মাহফুযে তাকে দুর্ভাগ্যবান হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে তাকে সৌভাগ্যবান করা হবে। এবং আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ৭ লাখ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার নেকী লিপিবদ্ধ করবে, অপর ৭ লাখ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মাণ করবে ..... এবং ৭০ হাজার একত্ববাদীর জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে...। ইমাম যাহাবী এ মিথ্যা হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যাক্তি এ হাদীসটি বানোয়াট করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্চিত করুন।[১৫]

৯. ১৪ রাক'আত

ইমাম বায়হাকী তাঁর সনদে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মধ্য শাবানের রাতে ১৪ রাকআত সালাত আদায় করতে দেখেছি। সালাত শেষে বসে তিনি ১৪ বার সূরা ফাতিহা, ১৪ বার সূরা ইখলাস, ১৪ বার সূরা ফালাক, ১৪ বার সূরা নাস, ১ বার আয়াতুল কুরসী এবং সূরা তাওবার শেষ দু আয়াত তিলাওয়াত করেন, এ সব কাজের সমাপ্তির পর আমি তাঁকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তুমি আমাকে যে ভাবে করতে দেখেছ এভাবে যে করবে তার আমলনামায় ২০টি কবুল হজ্জের সাওয়াব লেখা হবে এবং ২০ বছরের কবুল সিয়ামের সাওয়াব লিখা হবে। পরদিন যদি সে সিয়াম পালন করে তবে দু বছরের সিয়ামের সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হবে।

হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম বায়হাকী বলেন: ইমাম আহমাদ বলেছেন যে, এ হাদীসটি আপত্তিকর, পরিত্যক্ত, জাল ও বানোয়াট বলে প্রতীয়মান। হাদীসটির সনদে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীগণ রয়েছে।[16]

অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার বিষয়ে ইমাম বাইহাকীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী ও ইমাম সুয়ুতী বলেন: হাদীসটি বানোয়াট, এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। .... সনদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন মুহাজির রয়েছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন: মুহাম্মদ বিন মুহাজির হাদীস বানোয়াট-কারী।[17]

১০. ১২ রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে ৩০ বার সূরা ইখলাস

জালিয়াতগণ আবু হুরাইরা (রা) পর্যন্ত একটি জাল সনদ তৈরী করে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছে: ''যে ব্যক্তি মধ্য শা'বানের রাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে ৩০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই বেহেশতের মধ্যে তার অবস্থান সে অবলোকন করবে এবং তার পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে এমন দশ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।''

এ হাদীসের সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারীই অজ্ঞাত। এছাড়াও সনদের মধ্যে কতিপয় দুর্বল ও পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।[18]

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, মধ্য শা'বানের রাতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সূরার মাধ্যমে নির্দিষ্ট রাকআত সালাত আদায় সংক্রান্ত হাদীস সমূহ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু কতিপয় নেককার ও সরলপ্রাণ ফকীহ ও মুফাস্সির তাঁদের রচনাবলিতে এগুলোর জালিয়াতি ও অসারতা উল্লেখ ছাড়াই এসকল ভিত্তিহীন হাদীস স্থান দিয়েছেন। এমনকি কেউ কেউ এগুলোর উপর ভিত্তি করে ফতোয়া প্রদান করেছেন ও

তদনুযায়ী আমল করেছেন, যা পরবর্তীতে এ রীতি প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হি) মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায়ের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসগুলোর অসারতা উল্লেখপূর্বক বলেন, সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, যারা সুন্নাতের ইলমের সন্ধান পেয়েছেন তারা এগুলো দ্বারা প্রতারিত হন কি করে! এ সালাত চতুর্থ হিজরী শতকের পর ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে যার উৎপত্তি হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে। এব্যাপারে অসংখ্য জাল হাদীস তৈরী করা হয়েছে যার একটিও সঠিক বা নির্ভরযোগ্য নয়।[১৯] তিনি আরো বলেন, হে পাঠক, এ সকল ভিত্তিহীন মিথ্যা হাদীস 'কুতুল কুলুব', 'এহয়িয়াউ উলুমিদ্দীন' ও ইমাম সা'লাবীর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ থাকার কারণে আপনারা প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হবেন না।[২০] ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আজলুনীও (১১৬২ হি) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[২১]

আল্লামা শাওকানী (১২৫০ হি) শবে বরাতের রাত্রিতে আদায়কৃত এ সালাত সংক্রান্ত হাদীসের ভিত্তিহীনতা উল্লেখ পূর্বক বলেন, এ সকল হাদীস দ্বারা এক দল ফকীহ প্রতারিত হয়েছেন। যেমন 'এহয়িয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থকার ইমাম গাযালী ও অন্যান্যরা। এমনিভাবে কতিপয় মুফাস্সিরও প্রতারিত হয়েছেন। এ সালাতের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের জাল হাদীস রচিত হয়েছে। এ সকল হাদীস মাউযূ বা বানোয়াট হওয়ার অর্থ হলো, এই রাত্রিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত রাক'আত সালাত আদায়ের প্রচলন বাতিল ও ভিত্তিহীন। তবে কোনো নির্ধারিত রাক'আত, সূরা বা পদ্ধতি ব্যতিরেকে সাধারণ ভাবে এ রাত্রিতে ইবাদত বা দোয়া করার বিষয়ে দুই একটি যয়ীফ হাদীস রয়েছে।''[২২]

[১] ইবনু মাজাহ, আস- সুনান ১/৪৪৫; বাযযার, আল-মুসনাদ ১/১৫৭, ২০৭, ৭/১৮৬; আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ ২/১৭৬; ইবনু আবি আসিম, আস-সুন্নাহ,পৃ ২২৩-২২৪; ইবনু হিববান, আস-সহীহ ১২/৪৮১;

তাবারানী, আল-মুজাম আল-কাবীর, ২০/১০৮, ২২/২২৩; আল-মুজাম আল-আওসাত, ৭/৬৮; বায়হাক্কী, শু'আবুল ঈমান, ৩/৩৮১; ইবনু খুযায়মা, কিতাবুত তাওহীদ ১/৩২৫-৩২৬।

[২] আলবানী, সাহীহাহ (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ) ৩/১৩৫।

[৩] সূরা (৪৪) দুখান: আয়াত ৩-৪।

◈ কোথায় কিভাবে শবে বরাত পালন করা হয় ?

- আজারবাইজান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও কিরগিস্তান - এ মধ্য শাবান উদযাপিত হয়।

সালাফি আরবগণ এই দিনটি পালন করেন না। তাদের মতে, এই রাতে বিশেষ কোনো আমলের নির্দেশ নেই। আরব বিশ্বে সুফী ঐতিহ্যের আরবেরা ও শিয়া -রা এই দিনটি পালন করেন।

ইরানে বারো ইমাম শিয়ারা শিয়া মতবাদের দ্বাদশ ইমাম মাহদীর জন্মদিন হিসেবে এই দিনটি পালন করে।
এই রাতে ইরানের সর্বত্র আলোকসজ্জা করা হয়। দুআ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ইরানে এই দিনে প্রতিবেশীর বাড়িতে গেলে মিষ্টি মন্ডা খেতে দেয়া হয়।

ইরকি কুর্দিস্তান, আফগানিস্তানের সুন্নি মুসলিমগণ রমজানের ১৫ দিন আগে এই পবিত্র দিন পালন করে।
বাংলাদেশ সহ ভারতীয় উপমহাদেশে শবে বরাত উপলক্ষে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন রকমের খাবার। যেমন- রুটি, বিভিন্ন রকমের হালুয়া সুজি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। বিকেলে বা সন্ধ্যায় পাড়া প্রতিবেশীদের মাঝে এসব খাবার বিতরণ ও পরিবেশন করা হয়।শবে বরাত উপলক্ষে বাংলাদেশের সরকারি - বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন

চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। জাতীয় পত্রিকা গুলো এদিন, বিশেষ ক্রোড়পত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করে।শবে বরাতের দিনটও সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় কিছু মুসলিম মসজিদে উস্তাদ বা জাভা ও মাদুরায় কায়ি নামে পরিচিত ধর্মীয় নেতার বক্তৃতা (শেরামাহ) শোনে ও দলীয়ভাবে জিকির করে। ইন্দোনেশিয়ায় এই প্রথা পালিত হয় না বললেই চলে। তবে আচেহ, পশ্চিম সুমাত্রা ও দক্ষিণ কলিমান্তা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পালিত হয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানগণ মিষ্টান্ন বানিয়ে ১৫ ই শাবান সন্ধ্যায় প্রতিবেশী ও দরিদ্রদের বিতরণ করে।
বসনিয়াতেও শাবান মাসের ১৫ তারিখ রাতে রুটি হালুয়া বিতরণের প্রথা পালিত হয়।

◈ কোরআন ও হাদিসের আলোকে পবিত্র শবে বরাত ও তার মর্যাদা :

মুফতি নেয়ামত উল্লাহ: ইসলামী বার চন্দ্র মাসের মধ্যে পবিত্র শা'বান মাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ মাসের ১৫ তারিখের রাত উল্লেখযোগ্য পাঁচ রাতের একটি যার ভিত্তি ও তাৎপর্য কুরআন, সুন্নাহ ও ফোকাহায়ে কিরামের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত। এতদসত্ত্বেও কতিপয় আলেম বিভিন্ন মিডিয়া যেমন ইন্টারনেট, টিভি, পুস্তিকা, পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, যা আদৌ সঠিক নয়। এ কারণে 'লাইলাতুল বরাত' বা শবে বরাত উদ্যাপনের ভিত্তি ও তাৎপর্য পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফোকাহায়ে কিরামের সুস্পষ্ট অভিমত দ্বারা প্রমাণ করাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

'শবে বরাত' পাঁচটি মর্যাদাপূর্ণ রাতসমূহের একটি। এ রাত ইবাদতের রাত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র যুগ থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। এ রাত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করেছেন। তাই এ রাতে ইখলাছের সাথে আমল করা অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ। এ

প্রসঙ্গে কুরআন, সুন্নাহ ও ফোকাহায়ে কিরামের অভিমত তুলে ধরেছি,যাতে পাঠকরা সহজেই এ রাতের মর্যাদা বুঝতে পারে।

পবিত্র কুরআনের আলোকে ◌ঃ মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেনÑ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ "নিশ্চয় আমি এটি(কুরআন মাজিদ) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে; অবশ্য আমি সতর্ককারী। সেই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজের ফয়সালা হয়।"(সূরা আদ-দুখানঃ৩)

এ আয়াতখানা 'শবে বরাত'র মর্যাদা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত ইকরামাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সহ এক দল মুফাস্সিরীনে কিরামের অভিমত। সকল তাফসীরকারক এ মতটি তাঁদের স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের অভিমত থেকে বোঝা যায় যে, 'লাইলাতুল বরাতের' কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে।(ইমাম কুরতুবী,তাফসীরে কুরতুবী, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, মিশর, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি:, খ. ১৬, পৃ: ১২৬; ইমাম খাযেন,তাফসীরে খাযেন, দারুল ফিকর বৈরুত, ১৩৯৯ হিজরী, খ: ৬, পৃ: ১৪৩; ইমাম বগভী,তাফসীবে বগভী, দারু তাইয়িবাহ লিন- নশর ওয়াত্ তাওযীহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী, খ: ৭, পৃ: ২২৮) হযরত ইবন আব্বাস,হযরত কাতাদাহ্,হযরত ইবন জুবাইর,হযরত মুজাহিদ,হযরত যাইদ,হযরত হাসান বসরি রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমসহ জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে এ আয়াত লাইলাতুল কদর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।(ইমাম আলূসি,রুহুল মায়ানি,দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্,বৈরুত,১ম সংস্করণ,১৪১৫হি,খ.১৩,পৃ.১১০;ইমাম কুরতুবি,প্রাগুক্ত) এটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা।

সুন্নাহর আলোকে ◌ঃ 'শবে বরাত' উদ্যাপন ও তাৎপর্য সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস শরিফ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনÑ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ , أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ , أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ , أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন শা'বান মাসের পনের তারিখ উপনীত হলে তোমরা ইবাদতের মাধ্যমে রাত উদ্যাপন কর এবং দিনে রোযা রাখ। কেননা, মহান রাব্বুল আলামীন সূর্য অস্তমিত হবার পর প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়ে বলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করার কে আছে, যাকে আমি ক্ষমা করব? রিযিক প্রার্থনা করার কে আছে, যাকে আমি রিযিক প্রদান করব? কে বিপদগ্রস্ত আছে, যাকে আমি বিপদ মুক্ত করব? এভাবে ফজর পর্যন্ত বিভিন্ন কিছু প্রার্থনার জন্য আহ্বান করতে থাকবেন।"(ইমাম ইবনু মাজাহ, আস্ সুনান, দারুল ফিকর, বৈরুত, খ: ১ম, পৃ: ৪৪৪; কাযী শাওকানী, তুহফাতুজ জাকেরীন, দারুল কলস, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪ইং, খ: ১ম, পৃ: ২১৭;ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১২১৩ হিজরী, খ: ৫ম, পৃ: ৩৫৪)

উল্লেখ্য, হাদিস শরিফে বর্ণিত "আল্লাহ তায়ালা প্রথম আকাশে অবতরণ করেন" এর মর্মার্থ হচ্ছে শবে বরাতের রাতে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদেরকে অতীব নৈকট্য প্রদান করেন।(মুল্লা আলি কারি,মিরকাত,দারুল ফিকর,বৈরুত,১ম সংস্করণ,১৪২২হি,খ.৩,পৃ.৯৬৯;আল্লামা সনদি,হাশিয়া আলা সুনানু ইবনে মাজাহ্,প্রকাশনা ও তাং অনুল্লিখিত,খ.৩,পৃ.১৫৭; আল্লামা সনদি,হাশিয়া আলা সুনানু ইবনে মাজাহ্, প্রকাশনা ও তাং অনুল্লিখিত,খ.৩,পৃ.১৫৭)

বাক্যটি রূপাকার্থে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। "কেউ যদি আমার জন্য এক হাঁটু পানিতে নামে,আমি তার জন্য একগলা পানিতে নামি।এর উদ্দেশ্য হচ্ছে –সামান্য কিছুর বিনিময়ে অধিক প্রতিদান দেয়া। কারণ আল্লাহ তায়ালা উঠা-নামা,স্থান-কাল ইত্যাদি অবস্থা থেকে পবিত্র।(ইমাম তাফতাযানি,শরহুল মাকাসিদ,দারুল মায়ারিফুন নুমানিয়্যাহ,পাকিস্থান,প্র.১৪০১ হি.,খ.২,পৃ.২৭০)

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনÑ

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ.

"আমি এক রাত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ঘরে পাইনি। অতঃপর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁকে জান্নাতুল বক্বীতে পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি ভয় কর যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার উপর অন্যায় করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! মূলত তা-ই নয়; বরং আমি মনে করেছি যে আপনি আপনার কোন স্ত্রীর নিকট এসেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত কুদরতিভাবে প্রথম আসমানে আসেন আর 'কাল্ব' নামক গোত্রের ছাগলের সমুদয় পশমের চেয়েও বেশি সংখ্যক ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দেন।" (ইমাম তিরমিযী, আল-জামেঈ আস-সহীহ, দারু, ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরবি, বৈরুত, খ. ৩য়, পৃ. ১১৬; ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরী, খ. ৬, পৃ. ২৩৮;বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, তারিখ বিহীন, খ. ১৭, পৃ: ৪৯; ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান; দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরী, খ. ৩য়, পৃ. ৩৭৯)

রাসূলুল্লাহর এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী বলেন, خَصَّهُمْ لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ غَنَمًا مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ. "কল্ব গোত্রের ছাগল সবচেয়ে বেশি হবার কারণে তিনি এ গোত্রের ছাগলের কথা উল্লেখ করেছেন।" মূলত সংখ্যা নয়; বরং আধিক্য বোঝানোই উদ্দেশ্য। উল্লিখিত হাদিস শরিফ দ্বারা বোঝা গেল যে, 'লাইলাতুল বরাত' রাসূলের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। (.মোল্লা আলী ক্বারী, প্রাগুক্ত,খ.৩য়,পৃ.৯৬৮)

লাইলাতুল বরাতের নামকরণ : 'লাইলাতুল বরাতের' বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে। এটি বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন হাদিস শরিফে এটি 'লাইলাতুন নিস্ফ মিন শা'বান' নামে এসেছে। মুহাদ্দিসিনে কিরাম, মুফাস্সিরিনে ইজাম এবং ফুকাহায়ে কিরামসহ অন্যান্যদের নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত। আবার স্থানভেদে এর পরিচিতির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন

উপমহাদেশে এটি ‘শবে বরাত’ নামে অধিক পরিচিত। তবে ‘লাইলাতুল বরাত’ নামটিও অধিকাংশ মানুষ জানে। ‘লাইলাতুল বরাতের’ কতিপয় নাম হলÑ(১) ‘লাইলাতুম মুবারাকাহ’ তথা বরকতময় রাত; কেননা এতে নেককারদের ওপর অধিক পরিমাণে বরকত অবতীর্ণ হয়। এ বরকত ‘আরশ’ থেকে ‘তাহতাস্ সারা’ পর্যন্ত পৌঁছে (২) ‘লাইলাতুর রহমত’ বা রহমতের রাত; কেননা এ রাতে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয় (৩) ‘লাইলাতুল বরাত’ বা মুক্তির রাত; কেননা এ রাতে মুমিন ব্যক্তির মুক্তি লেখা হয় এবং অসংখ্য জাহান্নামীদের মুক্তি দেয়া হয়। (৫) লাইলাতুল ক্বিস্মাহ ওয়াত্-তাক্বদীর বা বন্টনের রাত; কেননা, এ রাতে মানুষের রিযিক বন্টন করা হয় (৬) ‘লাইলাতুর তাগফীর’ বা ক্ষমার রাত। ইমাম সবুকী বলেন, এ রাতে অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করা হয় (৭) ‘লাইলাতুল ইজাবা’ বা দোয়া কবুলের রাত, কেননা এ রাতে দোয়া কবুল হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন, এ রাতটি দোয়া কবুল হয় এমন পাঁচ রাতের একটি (৮) ‘লাইলাতুল হায়াত’ বা হায়াতের রাত। (৯) ‘লাইলাতু ঈদিল মালায়িকা’ বা ফেরেশতাদের খুশির রাত; কেননা এটি ফেরেশতাদের দুটি ঈদের একটি (১০) ‘লাইলাতুত্-তাজীম’ বা সম্মানিত রাত (১১) ‘লাইলাতুল গুফরান ওয়াল ইতকি মিনাল নিরান’ বা ক্ষমা করার রাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির রাত (১২) ‘লাইলাতুল ক্বদর’ বা নির্ধারণের রাত; কেননা এ রাতে মানুষের হায়াত-মৃত্যু ও রিযিক নির্ধারণ করা হয় (১৩) ‘লাইলাতুস্ সক্’ বা দফতর লিপিবদ্ধের রাত। কেননা এ রাতে আমলের দফতর লিপিবদ্ধ করা হয়। (১৪) ‘শবে বরাত’ বা মুক্তির রাত। এটি উপমহাদেশে প্রচলিত।(শাইখ সালিম সনহুরী, ফাদায়িলু লাইলাতি নিস্ফি শাহরি শাবান, পৃ: ২-৪; আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, প. ৪১৬)

লাইলাতুল বরাত উদযাপন :

‘লাইলাতুল বরাতের রাতটি তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইবাদতের মাধ্যমে এ রাত উদযাপন করেছেন। যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন-

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ ظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاسَ بِكِ؟ "، قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: " أَتَدْرِينَ أَيَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ "، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে নামায পড়ছিলেন এবং সিজদায় দীর্ঘ অবস্থানের কারণে আমি মনে করলাম যে, তিনি ইনতেকাল করেছেন। তাঁর অবস্থা জানার জন্য আমি তাঁকে নাড়া দিলে তিনি নড়ে উঠেন এবং আমি তাঁকে সিজদায় বলতে শুনেছি "হে আল্লাহ্, আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে আপনার শাস্তি থেকে পানাহ চাই, আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার রাগ থেকে আশ্রয় চাই আর আপনার যথাযথ প্রশংসা আমি করতে পারব না; এজন্য আমি আপনার সেই প্রশংসা করছি, যা আপনি আপনার জন্য করেছেন। এরপর সিজদাহ থেকে মাথা উত্তোলন করেছেন। অতঃপর নামায শেষ করে আমাকে বললেন, হে আয়েশা, আল্লাহ্র রাসূল কি তোমার সাথে কোন ধরণের খিয়ানত করেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, এ ধরণের কোন কিছু নয়; বরং সিজদায় আপনাকে দীর্ঘকাল অবস্থানের কারণে আমি মনে করেছি যে, আপনি ইনতেকাল করেছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি কি জান না এটি বরাতের রাত ? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। এরপর তিনি বললেন, আজ 'শাবান মাসের পনের তারিখ। এ রাতে মহান রাব্বুল আলামীন ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করে দেন। রহমত প্রার্থনাকারীদের রহমত প্রদান করেন এবং বিদ্বেষীদের অবকাশ দেন।"(ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, ঘ: ৫ম, পৃ: ৩৬১;আব্দুল আজীম আল-মুনাভী, আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি:, খ:২,পৃ:৭৪ ;আব্দুর রহমান মুবারক পুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, খ: ৩, পৃ: ৩৬৬)

হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চন্দ্র বছরের পাঁচটি রাত তথা শাবান মাসের পনের তারিখের রাত, ঈদুল ফিতরের রাত, ঈদুল আযহার রাত, আরাফার রাত এবং জিলহাজ্ব মাসের আট তারিখ রাত উদ্যাপন করবে, সেই জান্নাতের হক্কদার হবে যাবে।”(আব্দুল আজীম আল-মুনাভী,প্রাগুক্ত,খ:২,পৃ:৯৮; আলা উদ্দিন মুত্তাকী আল হিন্দী, কানযুল উম্মাল, মুয়াস্ সাসাতুর, রিসালাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরী, খ. ৮, পৃ: ৪৪৮)

হযরত কাসীর বিন দীনার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

“যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে শা’বান মাসের ১৫ তারিখের রাত তথা লাইলাতুল বরাত এবং দুই ঈদের দুই রাত উদ্যাপন করবে, তাঁর অন্তর মরার দিনেও মরবে না।”(ইবনু নুজাইম,আল-বাহরুর রায়েক্ব, কিতাবুস সালাত, দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরবি,বৈরুত,খ.৪র্থ,পৃ. ১৪৬-১৪৭; আব্দুল আজীম আল-মুনাভী,প্রাগুক্ত,খ.২,পৃ:৯৮)

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এই রাত উদ্যাপন করে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা এ রাতে নামায আদায় কর, আল্লাহকে স্মরণ কর এবং দিনে রোযা রাখ।

উল্লিখিত হাদিসের বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে, ‘শবে বরাত’ ইবাদতের মাধ্যমে উদ্যাপনের প্রমাণ

রাসূলুল্লাহ থেকে পাওয়া যায় এবং এটি নব প্রচলিত কোন কিছু নয়।

‘লাইলাতুল বরাত’ উদ্যাপনে ফোকাহায়ে কিরামের অভিমত ঃ

ইবাদতের মাধ্যমে লাইলাতুল বরাত উদ্যাপনে ফোকাহায়ে কিরামের অভিমত নি¤œ উল্লেখ করা হল।

ফকীহগণের অভিমত :

১. প্রখ্যাত ফকীহ ইবনু নুজাইম হানাফী আলাইহির রাহমাহ বলেন–

وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ إحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ وَذَكَرَهَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ مُفَصَّلَةً وَالْمُرَادُ بِإِحْيَاءِ اللَّيْلِ قِيَامُهُ وَظَاهِرُهُ الِاسْتِيعَابُ

"শা'বান মাসের পনের তারিখ,যিল হজ্বের দশ তারিখ,দু'ঈদের দু'রাত এবং রমজান মাসের শেষ দশ রাত রাত জেগে ইবাদত করা মুস্তাহাব। কেননা এ ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত রয়েছে। আল্লামা আব্দুল আজীম আল–মুনাভী স্বীয় কিতাব 'আত্–তারগিব ওয়াত তারহিব'গ্রন্থে এ সকল হাদিস শরিফ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এখানে 'উদযাপন করা' অর্থ হলো সারা রাত জেগে ইবাদত করা।" (ইবনু নুজাইম,আল–বাহরুর রায়েক্ব, কিতাবুস সালাত, দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরবি,বৈরুত,খ:৪র্থ,পৃ: ১৪৬–১৪৭)

২. প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা ইবন আবেদীন শামী বলেন,

وَيَحْصُلُ الْقِيَامُ بِالصَّلَاةِ نَفْلًا فُرَادَى مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ مَخْصُوصٍ، وَبِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالْأَحَادِيثِ وَسَمَاعِهَا، وَبِالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"নির্দিষ্ট সংখ্যার হিসাব না করে একাকি নফল নামায আদায় করা, কুরআন–হাদিস পাঠ ও শ্রবণ করা, তাসবিহ,আল্লাহর প্রশংসা এবং নবীর ওপর দরূদ শরিফ পাঠের মাধ্যমে লাইলাতুল বরাত উদ্যাপন করা হয়ে থাকে।"(ইবন আবেদীন শামী, রাদ্দুল মুহতার, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২১ হিজরী, খ. ২য়, পৃ: ২৬)

৩. ইমাম হাসান শুরুনবুলালি আলাইহির রাহমাহ বলেন–

ندب "في ليلة براءة" وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعظم شأنها إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال

"লাইলাতুল বরাত উদ্যাপন করা মুস্তাহাব। কেননা এ রাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ রাতে রিযিক বন্টন করা হয় আর মৃত্যু নির্ধারণ করা হয়।"(ইমাম হাসান শুরুনবুলালি, মারাকিল ফালাহ,আল–মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ,বৈরুত, ১৪২৫হি,খ.১,পৃ.৭৩)

৪.ইমাম শাফিঈ আলাইহির রাহমাহ বলেন-

أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان قال: وأستحب كل ما حكيت في هذه الليالي

“বছরের পাঁচটি রাতে দোয়া কবুল হয়। এগুলো হল শুক্রবারের রাত(বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত), দুই ঈদের দুই রাত, রজব মাসের প্রথম রাত এবং শাবান মাসের পনের তারিখের রাত। এ রাতগুলো সম্পর্কে আমি যা বর্ণনা করেছি, তা আমি পছন্দ করি।”(ইমাম শাফি,কিতাবুল উম,দারুল ফিকর,বৈরুত,১ম সংস্করণ,১৪০০হি,খ.১ম,পৃ.২৬৪;ইবন রজব হাম্বলি,লাতায়িফুল মায়ারিফ,দারু ইবন হাজম,বৈরুত,১ম সংস্করণ,১৪২৪হি,পৃ.১৩৭)

৫. ফকীহ মনসুর বিন ইউনুস বুহুতী হাম্বলী বলেন-

(اسْتِحْبَابِ قِيَامِهَا) أَيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

“শাবান মাসের পনের তারিখ কিয়ামুল লাইল তথা ইবাদতের মাধ্যমে উদযাপন করা মুস্তাহাব।”(ইমাম বহুতী, কাশফুল ক্বিনা, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০২ হি:, খ. ১ম, পৃ. ২)

৬. আল্লামা রুহায়বানী হাম্বলী বলেন,

اسْتِحْبَابُ قِيَامِهَا كَلَيْلَةِ الْعِيدِ

“শাবান মাসের পনের তারিখ রাত ঈদের রাতের মত কিয়ামুল লাইল তথা ইবাদতের মাধ্যমে উদযাপন করা মুস্তাহাব।”(রুহায়বানী, মাতালিবু উলির নেহী, আলমাকতাবাতুল ইসলামী, দামেস্ক, ১৯৬১ ইং, খ: ১ম, পৃ: ৫৮১)

৭. গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানি হাম্বলী আলাইহির রাহমাহ বলেন-

وقد جمع بعض العلماء -رحمهم الله- الليالي التي يستحب إحياؤها فقال: إنها أربع عشرة ليلة في السنة، وهي أول ليلة من شهر المحرم، وليلة عاشوراء، وأول ليلة من شهر رجب، وليلة النصف منه، وليلة سبع وعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلتا العيدين، وخمس ليال منها في شهر رمضان وهي وتر ليالي العشر الأواخر.

“কতিপয় আলেম ওই চৌদ্দটি রাতকে একত্রে করে লিখেছেন,যেগুলোকে ইবাদতের মাধ্যমে উদযাপন করা মুস্তাহাব। তিনি বলেন– এ রাতগুলোর সংখ্যা হচ্ছে বছরে চৌদ্দটি। এগুলো হল–১.মুর্হারাম মাসের ১ম রাত ২.আশুরার রাত(মুহাররাম মাসের ১০ম রাত) ৩.রজব মাসের ১ম রাত ৪.রজব মাসের ১৫ তারিখের রাত ৫.রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত(শবে মি’রাজ) ৬.শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত তথা শবে বরাত ৭.আরাফাতের রাত(৯ যিলহজ্ব’র রাত) ৮.ঈদুল ফিতরের রাত ৯.ঈদুল আযহার রাত ১০-১৪.রমজান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় পাঁচ রাত।”(ইমাম আব্দুল কাদের জিলানি,গুনইয়াতুত তালেবিন(আল-গুনইয়াতু লিতালিবি তরিক্বিল হক্ব,দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,বৈরুত,১মসংস্করণ,১৪১৭হি.,খ.১,পৃ.৩২৮)

৮. ইবন রজব হাম্বলীর মতেও এ রাতে ইবাদত করা মুস্তাহাব। এ রাতে রাসূলুল্লাহ্‌ পরিপূর্ণ রাত ইবাদত করতেন।(ইবনু রজব হাম্বলি,প্রাগুক্ত,পৃ.১৩৮)

৯.আল্লামা ইবনুল হাজ্ব মালেকী বলেন-

فهذه الليلة وإن لم تكن ليلة القدر فلها فضل عظيم وخير جسيم وكان السلف رضي الله عنهم يعظمونها ويشمرون لها قبل إتيانها فما تأتيهم إلا وهم متأهبون للقائها والقيام بحرمتها على ما قد علم من احترامهم للشعائر

“শাবান মাসের পনের তারিখের রাতটি যদিও লাইলাতুল কদর নয়, তথাপি অত্যাধিক সম্মানিত ও বরকতময়। সলফে সালেহীনরা এ রাতকে খুব সম্মান করতেন এবং এ রাত আগমণ করার পূর্বে এর

জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। আগমনের পর শরিয়ত সমর্থিত বিষয়ের মাধ্যমে এর সম্মান করতেন।”(ইবনুল হাজ্ব মালেকী, আল-মাদহাল, দারুল ফিকর,১৪০১ হিজরী, খ: ১ম, পৃ: ২৯৯)

১০.মিশর দারুল ইফতার ফতোয়া ঃ ‘লাইলাতুল বরাত সম্পর্কে মিশর দারুল ইফতার ফতোয়াটি সুদীর্ঘ যার মূল বক্তব্য উল্লেখ করা হল। লাইলাতুল বরাত সম্পর্কে তথা এর গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে যার মধ্যে কিছু হল সহিহ আর কিছু যয়ীফ। উলামাগণ ‘যয়ীফ হাদিস’ এর উপর আমল করার

বৈধতা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল বরাতে নামায পড়তেন; কিন্তু তাঁর রাত্রি জাগরণের বিষয়টি নজরে না পড়ার কারণ হল তিনি প্রায় রাত জেগে নামায পড়তেন। তাঁর লাইলাতুল বরাত পালনটি ছিল ব্যক্তিগত, সম্মিলিতভাবে নয়। বর্তমানে যেভাবে সবাই সম্মিলিতভাবে এ রাত উদ্যাপন করে, তা তাঁর যুগে এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল না; তবে এটি তাবেয়ীনদের যুগে শুরু হয়েছিল। এ রাত ইবাদতের মাধ্যমে উদ্যাপন করার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই; তবে মসজিদে সম্মিলিতভাবে পড়বে, না-কি ঘরে একাকী পড়বে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এ মতবিরোধের যে কোন একটি অভিমতের উপর আমল করা যাবে। অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে মসজিদেও নামায পড়া যাবে অথবা একাকী ঘরেও নামায পড়া যাবে।(ফাতায়ায়ে দারুল ইফতা আল মিসরিয়্যাহ, ওযারাতুল আওকাফিল মিসরিয়্যাহ, মিশর, ১৯৯৭ইং, খ: ১০ম, পৃ: ১৩১)

১১.কুয়েত সরকারের ফতোয়া : ‘কুয়েত সরকারের ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষ তথা ইসলামিক বিশ্বকোষে রয়েছে-

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى نَدْبِ إِحْيَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

“শাবান মাসের পনের তারিখ রাত উদ্যাপন করার ক্ষেত্রে সকল ফকীহ একমত। তাঁদের মতে এ রাত উদ্যাপন করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন , এ রাতে তোমরা কিয়ামুল লাইল তথা ইবাদতের মাধ্যমে আর দিনে রোযা রাখার মাধ্যমে পালন কর।”(সম্পাদনা পরিষদ,আল-মুসুয়াত ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ, ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনুল ইসলামী, কুয়েত, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি:, খ. ২য়, প. ২৩৫)

১২.দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া : “এ রাত অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ। এ রাতে একাকী নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির করা, কবর যিয়ারত করা, দোয়া এবং ক্ষমা চাওয়া মুস্তাহাব। তবে সম্মিলিতভাবে মসজিদে নয়।”(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ,ভারত,খ.১,পৃ.১০২ ও ২৯৩)

তারা মূলত দিতীয় অভিমতের উপর ফতোয়া দিয়েছেন ।

১৩.দেওবন্দ গুরু আশরাফ আলী থানভী বলেন, '১৫ শাবান রাত জেগে ইবাদত করা উত্তম; প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক।'(মাওলানা আখতারুজ্জমান,লাইলাতুম মুবারাকাহ্,আজিমপুর দায়রা শরিখ থানকা,ঢাকা,২য় সংস্করণ,২০০৭ইং,পৃ,৫২)

১৪. আব্দুল হাই লাকনভী বলেন-

لا كلام في استحباب إحياء ليلة البراءة بما شاء من العبادات وبأداء التطوعات فيها كيف شاء لحديث ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان عن علي مرفوعا إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلي فأعافيه ألا من سائل فأعطيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر ...البيان دالة على أن النبي أكثر في تلك الليلة من العبادة والدعاء وزار القبور ودعا للأموات فيعلم بمجموع الأحاديث القولية والفعلية استحباب إكثار العبادة فيها فالرجل مخير بين الصلاة وبين غيرها من العبادات فإن اختار الصلاة فكمية أعداد الركعات وكيفيتها مفوضة إليه ما لم يأت بما منعه الشارع صراحة أو إشارة

"লাইলাতুল বরাতে জাগ্রত থেকে ইবাদতে মশগুল থাকার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। এ ব্যাপারে ইমাম ইবন মাজাহ এবং ইমাম বায়হাকি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন,রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন- "শা'বান মাসের পনের তারিখ উপনীত হলে তোমরা ইবাদতের মাধ্যমে রাত উদ্যাপন কর এবং দিনে রোযা রাখ। কেননা, মহান রাব্বুল আলামীন সূর্য অস্তমিত হবার পর প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়ে বলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করার কে আছে, যাকে আমি ক্ষমা করব? রিযিক প্রার্থনা করার কে আছে, যাকে আমি রিযিক প্রদান করব? কে বিপদগ্রস্ত আছে, যাকে আমি বিপদ মুক্ত করব? এভাবে ফজর পর্যন্ত বিভিন্ন কিছু প্রার্থনার জন্য আহ্বান করতে থাকবেন।"...উল্লিখিত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাতে অধিক ইবাদত,দুয়া,কবর যিয়ারত এবং মৃতদের জন্য দুয়া করতেন। সকল প্রকার হাদিসে কাওলি এবং হাদিসে ফে'লি দ্বারা ঐ রাতে অধিক পরিমাণে ইবাদত করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়েছে। নামায বা অন্য ইবাদত করার ব্যাপারে সে স্বাধীন। যদি নামায পড়াকে সে গুরুত্ব দেয়, তাহলে সে যত রাকাত ইচ্ছা পড়তে পারবে। যে বিষয় নিষেধ হবার

ব্যাপারে রাসূলের কোন নির্দেশ সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে রয়েছে, তা অবশ্য বর্জনীয়। ”(আব্দুল হাই লকনবী, আল-আছারুল মারফুয়াহ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, খ. ১ম পৃ: ৮১-৮২)

১৫. লামাযহাবীদের নির্ভরযোগ্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী বলেন-

ليلة النصف من شعبان ، فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة ، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها ، وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة . ومن العلماء : من السلف ، من أهل المدينة ، وغيرهم من الخلف ، من أنكر فضلها ، وطعن في الأحاديث الواردة فيها ، ...

لكن الذي عليه كثير من أهل العلم ، أو أكثرهم ، من أصحابنا وغيرهم -على تفضيلها ، وعليه يدل نص أحمد ، لتعدد الأحاديث الواردة فيها .

“শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য শুদ্ধ হাদিস রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে এ রাতের মর্যাদা বোঝা যায়। সলফে সালেহীনগণ এ রাতে নামাজ পড়ার জন্য নির্ধারণ করে রাখতেন এবং দিনে রোজা রাখতেন। কেননা এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদিস রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের কিছু আলেম এ রাতের মর্যাদাকে অস্বীকার করেছে এবং সহীহ হাদিসের ওপর অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু আমাদের হাম্বলী মাযহাবসহ অন্যান্য মাযহাবের অধিকাংশ আলেমদের মতে এ রাতটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল এর মতও এটি। কেননা এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস শরিফ রয়েছে।”(ইমাম ইবন তাইমিয়া,ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম,দারু আলামিন কুতুব,বৈরুত,৭ম সংস্করণ,১৪১৯হি,খ.২,পৃ.৯৭)

১৬. গায়রে মুকাল্লিদিন’র প্রখ্যাত আলেম শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী শবে বরাত উদযাপনের পক্ষে একাধিক হাদিস উল্লেখ করে বলেন- فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ “ এ সকল হাদিস তাদের জন্য প্রমাণ,যারা মনে করে যে, শবে বরাতের কোন ফযিলত

প্রমাণিত নয়।”(শায়খ মুবারকপুরী,তুহফাতুল আহওয়াযি,দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,বৈরুত,খ.৩,পৃ.৩৬৭)

১৬.লামাযাহাবিদের অতি প্রিয় ও নির্ভযোগ্য ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানি স্বীয় কিতাব “সিলসিলাতুল আহাদীসিল সহিহা” গ্রন্থে লাইলাতুল বরাত সম্পর্কিত অনেক হাদিস উল্লেখ করত: এগুলোর মান যাচাই করার পর বলেন-

و جملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب و الصحة تثبت بأقل منهاعددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث ، فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في " إصلاح المساجد " (ص ١٠٧) عن أهل التعديل و التجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح ، فليس مما ينبغي الاعتماد عليه ، و لئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع و عدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك . و الله تعالى هو الموفق .

“সার কথা হল (হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত উপরিউক্ত) হাদিস শরিফটি (বর্ণিত) সকল সূত্রের সমন্বয়ে নি:সন্দেহে সহিহ। হাদিস অতিশয় দুর্বল না হলে আরো কম সংখ্যাক সূত্রে বর্ণিত হাদিস দ্বারা হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রমাাণিত হয় তথা কোন দুর্বল হাদিসও অন্য সূত্রের কারণে সহিহ হয়ে যায় যেমন এ হাদিসে(শবে বরাত বিষয়ে হযরত আয়েশ সিদ্দিকা রা: থেকে বর্ণিত) হয়েছে। শাইখ কাসেমি তাঁর ‘ইসলাহুল মাসাজিদ’ গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় হাদিস বিশারদগণের উদ্ধৃতিতে লিখেছেন যে, ‘শবে বরাতের ফযিলত সম্পর্কে কোন সহিহ হাদিস নেই।’ তাঁর এ কথার ওপর আস্থা রাখা উচিত নয়। আর যদি তাঁদের থেকে কেউ এ কথা বলেও ফেলে,তাহলে বুঝতে হবে যে,চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অতি তাড়াহুড়া হেতু এবং বর্তমান পদ্ধতির ন্যায় হাদিসের বিভিন্ন সূত্র অন্বেষণের প্রচেষ্টা সীমিত হবার কারণেই এমনটা হয়েছে। মহান আল্লাহই তাওফিকদাতা।”(নাসিরুদ্দিন আলবানি,‘সিলসিলাতুল আহাদীসিল সহিহা’,দারুল মায়ারিফ,রিয়াদ,খ.৩,পৃ.২১৮)

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে বোঝা গেল, লাইলাতুল বরাত উদ্যাপন করার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই; তবে এ রাতে নামাযের পদ্ধতি দিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, সম্মিলিতভাবে মসজিদে নামায পড়া মাকরুহ, আর কেউ কেউ বলেন, সম্মিলিতভাবে মসজিদে নামায পড়া

মুস্তাহাব। এ মতপার্থক্য সমাধানে 'ফতোয়ায়ে আযহার' এ উল্লেখ আছে, 'যেহেতু এ মতপার্থক্য তাবেয়ীনদের মধ্যে হয়েছে, সেহেতু যে কোন একটি মতের ওপর আমল করা যাবে।'

এ রাতের তাৎপর্য ঃ লাইলাতুল বরাতের তাৎপর্য বর্ণনাতীত, যা হাদিস শরিফ দ্বারা প্রমাণিত। তন্মধ্যে কতিপয় তাৎপর্য উল্লেখ করা হল।

হযরত রাশেদ বিন সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه كلهم إلا المشرك والمشاحن وفيها يوحي الله تبارك وتعالى إلى ملك الموت لقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় মহান রাব্বুল আলামীন লাইলাতুল বরাতে বান্দার নিকটে আসেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন। সেই বছর আল্লাহ তায়ালা যাদের মৃত্যুদানে ইচ্ছুক, তাদের সম্পর্কে তিনি হযরত আজরাইল আলাইহিস সালামকে অবহিত করেন। "(আহমদ দীনাওয়ারী মালেকী, আল-মুজালাসাহ্ ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, দারু ইবনি হাযয, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরী, খ. ১ম, পৃ: ২০৬)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন-

يَا عَائِشَةُ ، أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ؟ هَلْ تَدْرِينَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ؟ قَالَتْ : مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ مولود بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ ، وَفِيهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا من أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ قُلْتُ : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى هَامَتِهِ فَقَالَ : وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ , يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

"হে আয়েশা, আজ কোন রাত তুমি জান? না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, আজ শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত, এ রাতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাঁদের নাম, যারা এ বছর জন্মগ্রহণ করবে, যারা মারা যাবে এবং এ রাতে তাদের আমল আল্লাহ্র নিকট নেয়া হয় আর তাদের রিযিক অবতীর্ণ করা হয়।

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, কোন ব্যক্তি কি আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না ? অতঃপর আমি বললাম, আপনিও? তিনি বললেন, আমিও নই; তবে আল্লাহ্ আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা বেষ্টন করে নিয়েছেন। তিনি এ বাক্য তিনবার বলেছেন।" (ইমাম বায়হাকী, আদ্ দাওয়াতুল কবীর, গিরাস লিন-নশর ওয়াত তাওযীহ, ১ম সংস্করণ, ২০০৯ইং, খ. ২, পৃ. ১৪৬)

হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন-

إن الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السلام إلى الجنة فيأمرها أن تتزين ويقول: إن الله تعالى قد اعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال

"মহান রাব্বুল আলামীন শাবান মাসের ১৫ তারিখ রাতে জিবরাইলকে ডেকে নির্দেশ দেন যে, তুমি গিয়ে জান্নাত সজ্জিত কর; কেননা আজ রাত আমি আসমানের তারাসম,পৃথিবীর সকল রাত-দিনের সমান সংখ্যক ও সকল গাছের পাতা এবং পাহাড়ের ধুলিকণাসম ব্যক্তিদের ক্ষমা করব।" (ইবন রজব হাম্বলি,প্রাগুক্ত,পৃ.১৩৮;আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি,মাসাবাতা বিস- সুন্নাহ, ইতিকাদ পাবলিকেশন হাউস, দিল্লী, পৃ.১৯৬)

হযরত আত্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা বলেন-

إذا كان لَيْلَةُ النِّصْفِ من شعبان دُفِعَ إلى مَلَكِ الموت صحيفة ، فيقال : اقْبِض مَنْ في هذه الصحيفة ، فإنَّ العبد ليَغْرِسُ الغِرَاسَ ، ويَنْكِحُ الأزواجَ ، ويبني البُنْيَان ، وإنَّ اسْمَهُ قد نُسِخَ في ديوان الموتى

"শাবান মাসের পনের তারিখ রাত আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আজরাইল আলাইহিস সালামকে একটি দফতর প্রদান করে বলেন, এখানে যাদের নাম রয়েছে, তাদের জান কবজ করবে। আমার কোন বান্দা গাছ রোপণ করেছে, আর কেউ বিবাহ করছে আর কেউ প্রাসাদ তৈরীতে ব্যস্ত রয়েছে; অথচ তার নাম মৃত্যুর দফতরে উঠে গেছে।" (সাইয়্যিদ মুহাম্মদ যকী ইব্রাহীম, লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান, ৭ম সংস্করণ, পৃ: ১৩ ; ইমাম গাজ্জালী, ইয়াহ্ ইয়উ

উলূমিন দীন, দারুল ফিকর, বৈরুত, খ. ৪র্থ, পৃ: ৪৬৮;শায়ইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৬-১৯৭)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

يَا عائشة ! إنَّه ليس نَفْسٌ تموتُ في سنة إلا كُتِبَ أجلُهَا في شعبان ، وأُحِبُّ أن يُكْتَبَ أجلي وأنا في عبادة ربِّي وعمل صالح

"একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন, হে আয়েশা প্রতি বছর এমন কোন প্রাণী মরবে না, যার মৃত্যুর তারিখ শাবান মাসে লিখা হয়নি। আর আমি পছন্দ করি আমার ইনতিকালের তারিখ যেন এমন অবস্থায় লিখা হোক, যখন আমি সৎকাজ এবং আমার প্রভুর ইবাদতে মশগুল থাকি।"(সাইয়েদ যকী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত পৃ: ১৩;খতিব আল-বাগদাদি,তারিখু বাগদাদ,দারুল গারবিল ইসলামি,বৈরুত,খ.৬,পৃ.১২৬)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন-

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسح الله الخير في أربع ليال سحا الأضحى والفطر وليلة النصف من شعبان تنسخ فيها الآجال والأرزاق ويكتب فيها الحاج

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, চারটি রাতে আল্লাহ্ রহমতের দরজা খুলে দেন। এগুলো হল ঃ ঈদুল ফিতরের রাত, ঈদুল আযহার রাত, শাবান মাসের পনের তারিখের রাত এবং আরাফার রাত। ১৫ শাবান রাতে মৃত্যু নির্ধারণ, রিযিক বন্টন আর হাজীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়।"(ইবনুজ যাওজী, আত্-তাবছিরাহ, প্রকাশনা ও তারিখ বিহীন, খ: ২, পৃ: ৪৯; জালাল উদ্দিন সূয়তী, জামেউল আহাদীস, প্রকাশনা ও তারিখ বিহীন, খ. ২৪, পৃ: ২৬৬, হাদীস নং: ২৭১২২)

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে, লাইলাতুল বরাতে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়, বান্দার রিযিক বন্টন করা হয়, মৃত্যুর সময় লিপিবদ্ধ করা। অগণিত পাপীদের ক্ষমা করা হয়। তাই এ রাতে জেগে থেকে ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লাইলাতুল বরাতের আমল ঃ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

"যে ব্যক্তি শাবানের পনের তারিখ রাত এবং দুই ঈদের দুই রাত উদ্যাপন করবে, তাঁর অন্তর মৃত্যুর সময়েও মরবে না এবং সে জান্নাতের উপযোগী হয়ে যাবে।'(ইবনুজ জাওযী, আত্ তাবছিরাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ: ৫০)

এ রাত উদ্যাপনে কী কী কাজ করা যায়, তার ব্যাখ্যায় 'মারাক্কীল ফালাহ' গ্রন্থকার হাসান শুরুন বুলালী, ইমাম তাহত্বাভী, ফিকহুল ইবাদাত গ্রন্থকার আল্লামা আল-হাজাহ নাজাহ আল-হালাভী, ইবনু রজব হাম্বলী প্রমুখ ফকীহগণ বলেন, "লাইলাতুল বরাত উদ্যাপন বলতে সম্পূর্ণ বা অধিক রাত পর্যন্ত জেগে কোন ইবাদতে মশগুল থাকা যেমন নামাজ পড়া বা কুরআন তিলাওয়াত করা বা কুরআন পাঠ শোনা বা হাদিস শরিফ পাঠ করা বা তাসবীহ পড়া বা যিকির করা বা দরুদ শরিফ পাঠ করা।"(হাসান শুরুন বুলালী, প্রাগুক্ত, খ: ১ম, পৃ: ১৯৩-১৯৪ , ইমাম তাহত্বাভী, হাশিয়া আল মারাক্কিল ফালাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ: ৭০ ,

ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়িফুল মায়ারিফ, প্রাগুক্ত, খ. ১ম পৃ: ১৩৮ , আল হাজাহ নাজাহ আল-হালাভী, ফিকহুল ইবাদাত, প্রকাশনা ওতারিখ বিহীন, খ. ১ম, পৃ: ১০৭)

এ রাতের উল্লেখযোগ্য কতিপয় আমলের বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(ক) নামায : নামায নিঃসন্দেহে একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। উত্তম সময়ে পড়ার কারণে এটির সওয়াব ও মর্যাদা আরো দ্বিগুণ হয় যেমন কোন সরকারি কর্মচারীর বেতন বিশেষ দিনের কারণে দ্বিগুণ হয়। অসংখ্য সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ রাতে নামায পড়তেন এবং তাঁর উম্মতকেও ইবাদতে মশগুল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সলফে সালেহীণগণ এ রাতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নামায পড়তেন। যেমন প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত খালিদ বিন মাদান, লুকমান বিন আমির, হযরত মকশুল, হযরত বিন রাহ্বিয়াহ্ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ রাত জেগে সম্মিলিতভাবে

মসজিদে নামায আদায় করতেন এবং এভাবে নামায পড়া মুস্তাহাব বলতেন। (হাসান শুরুন বুলালী, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ: ২৯৪; আল-মাওস আতুল ফিকহিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ: ২য়, পৃ: ২৩৭;ফতোয়ায়ে আজহার, প্রাগুক্ত,খ. ২য় পৃ: ২৬০;আব্দুল ক মুহাদ্দিস দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০২)

হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেও এ রাতে ইবাদত করতেন এবং অন্যকেও পড়ার নির্দেশ দিতেন যেমন তিনি বসবার গভর্নরের নিকট চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন এ রাত বিশেষভাবে ইবাদত করে। তিনি এ রাতে নামায পড়াকালে সিজদাহ থেকে মাথা উত্তলন করে দেখতে পেলেন একটি সবুজ কাপড়ের টুকরো, যার থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে আসমানের সাথে মিলিত হয়েছে। এর মধ্যে লিখা ছিল ‘পরাক্রমশালী বাদশার পক্ষ থেকে এটি তাঁর বান্দার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি বার্তা।’(শাইখ ইসমাইল হক্কী, রুহুল বয়ান, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, তারিখ বিহীন, খ: ৮ম, পৃ: ৩১১)

এ আমল নবী করিম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে অদ্যাবধি হক্বপন্থীদের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে, আর এক শ্রেণীর লোক দরজা বন্ধ করে ঘুমায়; অথচ নামাযের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

সলফে সালেহীনগণ এ রাতে একটি বিশেষ নামায পড়তেন, যার বর্ণনা শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী ‘গুনিয়াতুত্-তালেবীন’ গ্রন্থে, ইমাম গাজ্জালী; ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন’ গ্রন্থে, শাইখ আবু তালেব মক্কী’ ‘কুতুল কুলুব’ গ্রন্থে, ইবনু রজব হাম্বলী ‘লাত্বায়িফুল মায়ারিফ গ্রন্থে, শাইখ ইসমাইল হক্কী’ তাফসীরে রুহুল বয়ান’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ নামাযের নাম ‘সালাতুল খাইর’ ও ‘সালাতুল আল-ফিয়্যাহ’। এ ‘সালাতুল খাইর’ হচ্ছে একশ রাকাত। এ নামায পড়ার নিয়ম হচ্ছে প্রতি রাকাতে দশবার করে সূরা ইখলাস পড়বে সূরা ফাতিহা পড়ার পর। দুই রাকাতের নিয়্যত করে পঞ্চাশ সালামে একশ রাকাত পূর্ণ করবে অথবা যদি কেউ ইচ্ছে করে, তাহলে প্রতি রাকাতে একশবার সূরা ইখলাছ পড়ে দশ রাকাত পড়বে। (আব্দুল কাদের জিলানী, গুনিয়া তুত্ তালেবীন, ইরশাদ ব্রাদার্স, নয়াদিল্লী, পৃ: ৩৪৮;ইসমাইল হক্কী, প্রাগুক্ত; ইমাম গাজ্জালী, প্রাগুক্ত, খ. ১ম পৃ: ২০৩ ; আবু তালিব মক্কী, কুতুল কুলুব, দারুল

কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২য় সংস্কার, ১৪২৬ হি., ১ম, পৃ: ১১৪) সালাতুল খাইরের পদ্ধতিটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হবার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কিরামের যথেষ্ট সমালোচনা রয়েছে; তবে বুজুর্গদের আমল হিসেবে করা যেতে পারে।

(খ) দোয়া করা : কোন কিছু পাওয়ার সম্পর্কটা চাওয়ার সাথে অত্যন্ত নিবিড়। না চাইলে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। বান্দা আল্লাহ্র কাছে না চাইলে তিনি রাগ করেন; বরং চাইলে খুশি হন। কারণ আমরা তাঁরই প্রতি মুখাপেক্ষী। তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ "(হে মাহবুব) আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে আপনার নিকট জিজ্ঞেস করে, তাহলে আপনি বলে দিন আমি নিকটে রয়েছি। যখন প্রার্থনাকারী আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক, আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।" রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন- اَلدُّعَاءُ مُخُّ اَلْعِبَادَةِ "দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ।"(ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, দারুল গারবিল ইসলামী, বৈরুত, ১৯৯৮ ইং, খ.৫, পৃ.৩১৬) তাই তিনি বেশি বেশি দোয়া করতেন। দোয়ার শর্ত পূরণ করে দোয়া করা উত্তম। দোয়া করার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দ্রুত কোন সাড়া পাওয়া না গেলে অস্থির হবার প্রয়োজন নেই। কারণ দোয়া কখনো বিফল হয় না। প্রত্যেক দোয়াই আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন। আল্লাহ তায়ালা কারো দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল করেন আর কারো দোয়া বিলম্বে কবুল করেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا مَأْثَمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ دَعْوَتَهُ، أَوْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهَا ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا نُكْثِرُ. قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ "কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করলে, তা যদি কোন পাপের জন্য বা সম্পর্ক ছিন্নের জন্য না হয়, তাহলে তা আল্লাহ তায়ালা তিনভাবে কবুল করেন । হয়ত তিনি (অনতিবিলম্বে) তার দোয়ায় সাড়া দেন অথবা তাঁর থেকে কোন মন্দ পরিণতি দূর করে দেন বা

তাঁর দোয়ার সমপরিমাণ প্রতিদান আল্লাহ জমা করে রাখবেন। সাবাহায়ে কিরাম ইরশাদ করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যদি অধিক পরিমাণে দোয়া করি, তাহলে ? তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ (তোমাদের চাওয়ার তুলনায়) সর্বাধিক সাড়াদানকারী।"(ইমাম আহমদ,আল-মুসনাদ, মুয়াচ্ছাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি., খ.১৭, পৃ.২১৩, হা.নং-১১১৩৩; ইমাম হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি. খ.১, পৃ.৬৭০, হা.নং-১৮১৬) দোয়ার সময় যদি 'লাইলাতুল বরাতের মত বরকতময় হয়, স্থান যদি সম্মানিত হয় যেমন হেরেম শরিফ, মসজিদে নববী, মসজিদে আক্বসা, নবী ও আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার শরীফ ইত্যাদি এবং আসমায়ে হুসনা, নবী ও আউলিয়ায়ে কিরামের অসীলার মাধ্যমে যদি দোয়া হয়, তাহলে এ দোয়া কবুলের আশা প্রবল। ইবনে রজব হাম্বলী বলেন, লাইলাতুল বরাতের রাতে মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র কাছে নিজ গুণাহ্ মাফ, গুনাহ্ ঢেকে রাখা ও বালা মুসিবত দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা এবং ইখলাসের সাথে তাওবা করা। কারণ, এ বরকতময় রাতে তিনি তাওবা কবুল করেন এবং অগণিত লোকদের ক্ষমা করে দেন।(শাইখ ইসমাইল হক্বী, প্রাগুক্ত, খ: ১ম, পৃ: ২২৩,২৪৩;ইমাম কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, প্রকাশনা ও তারিখ বিহীন, পৃ. ১২০)

(গ) অন্যান্য আমল : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে জান্নাতুল বক্বীতে গিয়ে যিয়ারত করতেন এবং ঈসালে সওয়াব করতেন। তাই আমাদের জন্য এ রাতে নবী অলীদের মাযার শরীফ, পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। যে কোন ভাল কাজ করা উত্তম যেমন কুরআন তিলাওয়াত করা বা শ্রবণ করা , হাদিস শরিফ পাঠ করা , তাসবীহ পাঠ করা, দান সদকা করা এবং নবী করিম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাসের ওপর দরুদ পাঠ করা ইত্যাদি। যেমন হযরত জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'যে ব্যক্তি শাবান মাসের প্রতিদিন নবী করিম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সাতশত বার দরূদ পাঠ করবে, তাঁর দরূদ রাসূলের দরবারে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ্ তায়ালা অনেক ফেরেশতা নিয়োগ করবেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ

দিবেন, যেন তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত দরূদ পাঠকারীর জন্য ক্ষমা চাইতে থাকে।' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমি লাইলাতুল বরাতের অংশকে তিন ভাগে ভাগ করেছি। রাতের প্রথমভাগে আমি রাসূলুল্লাহর ওপর দরূদ পরি, ২য় ভাগে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাই এবং ৩য় ভাগে নামায পড়ি।'

এ রাতে সদকা করাও উত্তম কাজ। কারণ গোপন সদকা আল্লাহ্র রাগ উপশম করে। এ কারণে হযরত যয়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রুটি বা ময়দার বস্তা নিজ পিঠে বহন করে রাতের অন্ধকারে সদকা করতেন। মানুষের উপকারে আসে এমন প্রত্যেক বস্তু সদকা করা যাবে যেমন যায়নুল আবেদীনের মত রুটি দেওয়া। এ ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশে প্রচলিত হালুয়া রুটি সদকা করতেও কোন আপত্তি নেই; বরং সওয়াবের কাজ। কারণ বরকতময় কোন সময়ে সদকা করা অন্য সময়ে সদকা করার চেয়ে উত্তম। যেমন রমজানে সদকা করলে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। শাবান মাসের পনের তারিখ রাতে হালুয়া দেওয়া সর্বপ্রথম প্রচলন করেন ওয়াযির ফখরুল মালিক মুহাম্মদ বিন আলী ৪০৭ হিজরীতে। তিনি অত্যন্ত দানবীর ছিলেন এবং প্রতিদিন এক হাজার গরিবকে পোশাক প্রদান করতেন। শাবান মাসের পনের তারিখ দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। কেননা মহানবী নিজে রাখতেন এবং আমাদের রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ দিনে রোযা রাখবে, সে অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই বছরের মকবুল রোযার সওয়াব পাবে। সুতরাং সৎ কাজের মাধ্যমে এ রাত ও দিন অতিবাহিত করা উচিত।

কুরআন, সুন্নাত, সালফে সালেহীনের আমল ও উক্তির মাধ্যমে বোঝা গেল যে, শাবান মাসের পনের তারিখের রাত অত্যন্ত বরকতময়, যা জেগে ইবাদতের মাধ্যমে উদ্যাপন করা মুস্তাহাব। সময়ের নিজস্ব কোন গুণ না থাকলেও অন্য কারণে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। যেমন সর্বোত্তম মাস হচ্ছে রমজান, কারণ রোযা ও কুরআন অবতীর্ণ হবার কারণে। সর্বোত্তম দিন হচ্ছে নবীর আগমনের দিন, যেহেতু তিনিই সবচেয়ে বড় নিয়ামত এবং তারপর হচ্ছে শুক্রবার। এভাবে ব্যক্তির কারণে স্থানের মর্যাদাও ভিন্ন হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্র রওজা

শরিফের স্থানটি আরশ, কুরছি, মক্কা, হেরেমসহ সকল স্থান থেকে উত্তম। এতে কারো দ্বিমত নেই।

(শাইখ ইসমাইল হক্কী, প্রাগুক্ত, খ: ১ম পৃ: ২৪৩ ,ইবনে রজব হাম্বলী, প্রাক্তক্ত, খ, ১ম, পৃ: ১৩৮;আব্দুল হাই লকনবী, আল-আছারুল

মারফুয়াহ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, খ. ১ম পৃ: ৮১-৮২;আলা হযরত, ফতোয়ায়ে রজভীয়া, প্রাগুক্ত, ১৮২;ফতোয়ায়ে দেওবন্দ,

প্রাগুক্ত; হাসান শুরুন বুলালী, প্রাগুক্ত;ইমাম সাখাভী, আল-কাত্তলূল ব'দী, দারুর রাইয়ান লিত্-তুরাস, পৃ: ২০৮-২০৯;আবু নয়ীম

আল- ইসফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া ত্ববকাতুল আসফিয়া, দারুল কিতাব আল-আরবী, বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী, খ: ৩য়, l

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, শবে বরাত' উদযাপন করা সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত। এতদসত্ত্বেও কিছু বিরোধীমহল আমাদেরকে এ বরকতপূর্ণ রাতের আমল থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে আর বলে বেড়ায় কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে কিছুই নেই। এ সকল ব্যক্তিদের কথা থেকে আমাদের বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন। তবে এ রাতের আমল সম্পর্কে যথেষ্ট ইসরাঈলি বর্ণনা রয়েছে। এ বর্ণনাগুলো পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রবন্ধে ইসরাঈলি বর্ণনা পরিহার করা হয়েছে।

মধ্যপন্থা অবলম্বন: আমল- ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে ইসলামে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা আমলে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, বাড়াবাড়ি করো না। সকাল-সন্ধ্যায় (ইবাদতের জন্য) বের হয়ে পড়ো এবং রাতের কিছু অংশেও। তোমরা অবশ্যই পরিমিতি রক্ষা করো। তাহলে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।' (বুখারি শরিফ, হাদিস : ৬৪৬৩)

মানবজীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের ফজিলত সম্পর্কে আরও একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইসলামে মধ্যপন্থা প্রশংসিত জেনেও আমাদের মধ্যে তা অবলম্বনের ঘাটতি দেখা যায়। শবে বরাতের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও প্রকট।

মানে আমরা এ রাতের আমল ও করণীয় সম্পর্কে দুই ভাগে বিভক্ত; এক শ্রেণি বাড়াবাড়িতে লিপ্ত, আরেক শ্রেণি ছাড়াছাড়িতে। কেউ শবে বরাতকে সর্বশ্রেষ্ঠ রজনী আখ্যা দেন, আবার কেউ এটিকে একটি সাধারণ রাতের চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন না। অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং এখানেও যদি আমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করি, তাহলে সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর থাকতে পারি। শবে বরাতে মধ্যপন্থা ও সঠিক সিদ্ধান্ত কী এবং আরও কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

◈ শবে বরাতে কি ভাগ্য লেখা হয় ?

অনেকে বিশ্বাস করেন, ফজিলতপূর্ণ এ রাতে সৃষ্টিকুলের ভাগ্য লেখা হয়। এক্ষেত্রে তারা পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হা-মিম! শপথ! উজ্জ্বল কিতাবের, নিশ্চয়ই আমি তা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে; নিশ্চয়ই আমি ছিলাম সতর্ককারী। যাতে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। এ নির্দেশ আমার তরফ থেকে, নিশ্চয়ই আমিই দূত পাঠিয়ে থাকি।' (সুরা দুখান, আয়াত: ১-৫)। আয়াতে উল্লেখিত 'বরকতময় রাত'কে ইকরিমা (রহ.)-সহ কয়েকজন তাফসিরবিদ 'শবে বরাত' দাবি করেছেন। তবে পবিত্র কোরআনের অন্য দুটি আয়াতের দিকে নজর দিলে খুব সহজেই স্পষ্ট হয় যে—এখানে 'বরকতময় রাত' দ্বারা শবে বরাত নয়; বরং শবে কদরকে বোঝানো হয়েছে।

কারণ, আমরা জানি—পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'রমজান মাস! যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে মানবের দিশারিরূপে ও হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি এটি (কোরআন) নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে।' (সুরা আল কদর, আয়াত : ১)

শেষোক্ত দুই আয়াতের প্রথমটিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে পবিত্র কোরআন রমজান মাসে নাজিল হয়েছে আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে লাইলাতুল কদরে। প্রথম আয়াত যে মাসটির (রমজান) কথা উল্লেখ করেছে ওই মাসেরই একটি রাত হলো লাইলাতুল কদর তথা শবে কদর। এই দুই আয়াত স্পষ্ট করছে যে সুরা দুখানে উল্লেখিত 'বরকতময় রাত' দ্বারাও শবে কদরকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। কেননা, কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে, শবে কদরে। এখানে 'বরকতময় রাত' দ্বারাও সেটিই বলা হয়েছে। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সৃষ্টির ভাগ্য লেখা হয় শবে কদরে; শবে বরাতে নয়।

◈ শবে বরাত সম্পর্কে একটি চমৎকার উক্তি :

দেশের অন্যতম শীর্ষ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া। ইসলামের উচ্চতর পড়াশোনার এই প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষা সচিব ও উচ্চতর হাদিস বিভাগের প্রধান মুফতি আব্দুল মালেক (দা: বা:)। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এ আলেম শবে বরাত সম্পর্কে চমৎকার অভিমত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'শবে বরাত সম্পর্কে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হলো– এ রাতের ফজিলত সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোনও রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদযাপনের বিশেষ কোনও পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্য সব সাধারণ রাতের মতো মনে করা এবং এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে যত হাদিস এসেছে সবগুলোকে মওযু (বানোয়াট) বা জঈফ (দুর্বল) মনে করা যেমন ভুল, তেমনি এ রাতকে শবে কদরের মতো বা তার চেয়েও বেশি ফজিলতপূর্ণ মনে করাও একটি ভিত্তিহীন ধারণা। (আলকাউসার, সেপ্টেম্বর-২০০৫)।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের প্রতিটি বিষয় সঠিকভাবে বুঝে তা পরিপালনের তাওফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা আ-মি-ন

শবে বরাত ও কিছু ভ্রান্তি নিরসনঃ

শবে বরাত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস এসেছে। তার মধ্যে একটি হাদীস 'সহীহ', কিছু হাদীস 'হাসান' আর কিছু 'জয়ীফ'। এ জন্য শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস জয়ীফ-একথা ঠিক নয়। সনদের বিচারে সবচেয়ে উত্তম বর্ণনা সেটা যা ইবনে হিববান 'কিতাবুস সহীহ' তে (হাদীস ৫৬৬৫) বর্ণনা করেছেন।

عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'অর্ধ শাবানের রাতে আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতপর শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া তার সমগ্র সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।'

আরো একাধিক হাদীসে এ বিষয়টি এসেছে। যেগুলোর সনদ 'হাসান লিযাতিহী বা হাসান লিগায়রিহী।' যথা মুসনাদে আহমদ এর ৬৬৪২ নং হাদীস, এবং মুসনাদুল বাযযার (২০৪৫)-এ আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত হাদীস।

এছাড়া এ রাতের আমল সম্পর্কে 'শুআবুল ঈমান' বায়হাকীর নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষণীয়।

হযরত আলা ইবনুল হারিছ রাহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল তিনি হয়তো মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা, অথবা বলেছেন, ও হুমায়রা, তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা

থেকে আমার আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন-

هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم.

'এটা হল অর্ধ-শাবানের রাত। (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত।) আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।' -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৩/৩৮২-৩৮৩

ইমাম বাইহাকী রাহ. এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন-

هذا مرسل جيد

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে দীর্ঘ নফল নামায পড়া, যাতে সেজদাও দীর্ঘ হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য।

❖ শবে বরাত কি ভাগ্য নির্ধারণ রজনী ?

অনেকেই শবে বরাত অর্থ বলে ভাগ্য নির্ধারণ রজনী। এ অর্থ ঠিক নয়। বাংলা ভাষায় বরাত অর্থ ভাগ্য হলেও শব্দটি ফরসী হওয়ায় তার অর্থ হবে মুক্তি। সুতরাং শবে বরাতের অর্থ হলো, মুক্তির রজনী। তবে এ রাতে আল্লাহ তাআলা এক বছরের বান্দার হায়াত, মওত ও রিযিকের ফয়সালা করে থাকেন। সে হিসাবে ভাগ্য রজনী বলা যেতে পারে। সম্ভবত এ হিসাবেই এ রাতকে ভাগ্য রজনী বলা হয়। তবে এটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

◈ বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শবে বরাত :

এতদিন পর্যন্ত শবে বরাতকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। তারা এ রাতটি উপলক্ষে নানান অনুচিত কাজকর্ম এবং রসম-রেওয়াজ পালন করতো। উলামায়ে কেরাম সবসময়ই এ সবের প্রতিবাদ করেছেন এবং এখনো করছেন। ইদানিং আবার এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছাড়াছাড়ির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাদের দাবী হল, ইসলামে শবে বরাতের কোন অস্তিত্ব নেই। এ ব্যাপারে যত রেওয়ায়াত আছে সব মওযু বা যয়ীফ। এসব বর্ণনা অনুযায়ী আমল করা এবং শবে বরাতকে বিশেষ কোনো ফযিলতপূর্ণ রাত মনে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। কিন্তু বাস্তব কথা হল, আগেকার সেই বাড়াবাড়ির পথটিও যেমন সঠিক ছিল না, এখনকার এই ছাড়াছাড়ির মতটিও শুদ্ধ নয়। বরং শবে বরাতের ব্যাপারে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হল, এ রাতের ফযিলত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোনো রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদযাপনের বিশেষ কোনো পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত।

◈ শবে বরাতের মাহাত্ম্যঃ

বরকতময় শাবান মাসকে রমজানের প্রস্তুতিমূলক মাস বলা হয়। শাবান মাসের একটি মর্যাদাপূর্ণ রাতের নাম শবে বরাত। হাদিসের ভাষায় 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান' তথা ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে শাবানের রাত বলা হয়।। 'শবে বরাত' ফারসি শব্দ। 'শব' শব্দের অর্থ রাত, 'বরাত' অর্থ নাজাত বা মুক্তি। এই দুই শব্দ মিলে অর্থ হয় মুক্তির রজনী।

একাধিক সহিহ হাদিসে এ রাতের মর্যাদা প্রমাণিত। তাছাড়া এ রাতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে রয়েছে বিশিষ্ট ইমামগণের নির্ভরযোগ্য বহু বক্তব্য। শবে বরাতে আল্লাহর অপার অনুগ্রহ নাজিল হয়। বিখ্যাত সাহাবি মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা অর্ধ শাবানের রাতে অর্থাৎ শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে তাঁর সৃষ্টির

দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান: ৫৬৬৫)

শবে

চলছে বরকতময় মাস শাবান। এই মাসকে রমজানের প্রস্তুতিমূলক মাস বলা হয়। শাবান মাসের একটি মর্যাদাপূর্ণ রাতের নাম শবে বরাত। হাদিসের ভাষায় 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান' তথা ১৫ শাবানের রাত। 'শবে বরাত' ফারসি শব্দ। 'শব' শব্দের অর্থ রাত, 'বরাত' অর্থ নাজাত বা মুক্তি। এই দুই শব্দ মিলে অর্থ হয় মুক্তির রজনী।

শবে বরাতের মাহাত্ম্য :

একাধিক সহিহ হাদিসে এ রাতের মর্যাদা প্রমাণিত। তাছাড়া এ রাতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে রয়েছে বিশিষ্ট ইমামগণের নির্ভরযোগ্য বহু বক্তব্য। শবে বরাতে আল্লাহর অপার অনুগ্রহ নাজিল হয়। বিখ্যাত সাহাবি মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা

অর্ধ শাবানের রাতে অর্থাৎ শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে তাঁর সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান: ৫৬৬৫)

হজরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। সেই রাতে তিনি মুশরিক এবং অন্য ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।' (মুসনাদে বাজজার: ৮০)

◈ শবে বরাতের বিশুদ্ধ আমলঃ

শবে বরাতে নবীজির আমল সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন—'একবার রাসুলুল্লাহ (স.) রাতে নামাজে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হলো- তিনি হয়ত মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামাজ শেষ করলেন, তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা তোমার কি এই আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসুল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না- হে আল্লাহর রাসুল। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার এই আশঙ্কা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কি না।

প্রচ্ছদ সর্বশেষ জাতীয় রাজনীতি আন্তর্জাতিক সারাদেশ অর্থনীতি স্পোর্টস বিনোদন চাকরি ইসলাম তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা অভিবাসন।

◈ শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

চলছে বরকতময় মাস শাবান। এই মাসকে রমজানের প্রস্তুতিমূলক মাস বলা হয়। শাবান মাসের একটি মর্যাদাপূর্ণ রাতের নাম শবে বরাত। হাদিসের ভাষায় 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান' তথা ১৫ শাবানের রাত। 'শবে বরাত' ফারসি শব্দ। 'শব' শব্দের অর্থ রাত, 'বরাত' অর্থ নাজাত বা মুক্তি। এই দুই শব্দ মিলে অর্থ হয় মুক্তির রজনী।

◈ শবে বরাতের রাতে নারীরা যেভাবে আমল করবেনঃ

নিঃসন্দেহে শবে বরাত মুসলিম উম্মাহর অতি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত।

এই রাতের ফজিলত নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এর ফজিলত নিয়ে অনর্থক বিতর্ক করার সুযোগ নেই। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেন, নবী কারীম সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে (শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে) সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি বাড়িয়ে দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান ১৩/৪৮১ হাদিস নং, ৫৬৬৫, শুআবুল ঈমান ৩/৩৮২, হাদিস নং ৩৮৩৩)

এই হাদিসটির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা এই রাতে আমাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন এবং যারা শিরিক করে এবং খারাপ কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকে এবং অন্যের সঙ্গে হিংসা পোষণকারী তাদের ব্যতীত সবাইকে

ক্ষমা করে দেন। আমাদের দেশের নারীরা সাধারণত এই রাতটিকে অবহেলায় কাটিয়ে দেন।

কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকে এবং অন্যের সঙ্গে হিংসা পোষণকারী তাদের ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। আমাদের দেশের নারীরা সাধারণত এই রাতটিকে অবহেলায় কাটিয়ে দেন।

পুরুষদের তো ইবাদতের যথাযত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তারা মসজিদে গিয়ে সারা রাত ইবাদত করতে পারেন। কিন্তু মেয়েরা তা পারেন না। মেয়েরা সারাদিন সংসারের কাজ-কর্ম করে রাতে সাধারণত ক্লান্ত থাকেন। প্রতিদিনের মতো ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাই সাধারণত তারা এতো গুরুত্বপূর্ণ রাতটিকে বলা যায় ঘুমেই কাটিয়ে দেন।

মনে রাখতে হবে, ইসলামের প্রতিটি বিধানই নারী-পুরুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ। সওয়াবের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে কোনো রকমের ভেদাভেদ করা হবে না। পবিত্র কোরআন বলছে, 'বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করব। আর তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে দান করব।'(সুরা নাহল, আয়াত ৯৭) অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'আমি তোমাদের কোনো কর্মনিষ্ঠ পুরুষ বা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা পরস্পর সমান।' (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১৯৫) সুতরাং ইসলামের যে কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান গুরুত্ব এবং সমান মর্যাদা। এ বিষয়টি আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিশেষ করে ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। এই রাতের ফযিলত পাওয়ার জন্য আমরা মেয়েরা যেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি: একান্ত অপরিহার্য কাজ-কর্ম ছাড়া শবে বরাতের দিনে অন্য কাজ না করা।

পারলে দিনে একটু ঘুমিয়ে নেয়া, যাতে করে রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা যায়। বাচ্চা-কাচ্চা থাকলে তাদের তাড়াতাড়ি খানা খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া। রান্না-বান্নার কাজ দিনেই সেরে ফেলা, রাতের ইবাদতের সময় যেন রান্না-বান্নার পেছনে না যায়।

বাসায় সাহায্যকারী থাকলে তাদের সাহায্য নিয়ে তাড়াতাড়ি ফারেগ হয়ে যাওয়া। তবে মনে রাখতে হবে, সাহায্যকারী কাজের বুয়া বা মেয়েদের মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। মোটকথা, রাতটিকে আমলে আমলে কাটানোর জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি দিনেই সম্পন্ন করে ফেলা।

নফল নামাজ পড়া: এই রাতে নফল নামায পড়া সম্পর্কে একটি হাদিসে এসেছে, হযরত আলা ইবনুল হারিস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতে নামাজে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হলো তিনি হয়ত মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামাজ শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা!

অথবা বলেছেন, হে হুমাইরা! তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসুল সা. তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসুলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার এই আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুল সা.ই ভালো জানেন।

রাসুলুল্লাহ (স:) তখন ইরশাদ করলেন, 'এটা হলো অর্ধ শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত)। আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তার বান্দার প্রতি মনযোগ দেন এবং ক্ষমা প্রর্থানাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।' (শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/৩৮২-

৩৬৮) এই হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, এই রাতে দীর্ঘ নফল নামাজ পড়া এবং যেই নামাজের সেজদাহ হবে অতি দীর্ঘ, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কাম্য।

তবে মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন বই-পুস্তকে এই নফল নামাজের বিভিন্ন অনির্ভরযোগ্য নিয়ম কানুন দেয়া আছে। অর্থাৎ কত রাকাত নামাজ পড়তে হবে, কোন রাকাতে কী সুরা পড়তে হবে, প্রতি রাকাতে সুরা কতবার পড়তে হবে। এগুলো ঠিক নয়।

পরদিন রোজা রাখা: হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'শাবানের রাত (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে আসেন এবং বলেন, কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযিক প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দেব। এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে তাদের ডাকতে থাকেন।' [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৪]

এই বর্ণনাটির সনদ দয়ীফ। কিন্তু মহাদ্দিসীন কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে, ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে ও রিকাক বা চিত্তবিগলনের ক্ষেত্রে দয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। এমনকি বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও দয়ীফ হাদিসের সমর্থনে শরিয়তের অন্য কোনো দলিল থাকলে অথবা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের কোনো আমল বা ফতয়া থাকলে কিংবা সাহাবি-তাবেয়ীর যুগ থেকে সেই হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত থাকলে সেই দয়ীফ হাদিস শুধু গ্রহণযোগ্যই নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে তা মুতাওয়াতির বা অনেক সূত্রে বর্ণিত হাদিসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। (আল আজবিবাতুল ফাযিলা, আল্লামা ইবনে কায়্যিম রহ. কৃত কিতাবুর রুহ, পৃষ্টা ১৬, ইমাম যারকাশী রহ. কৃত আন নুকাত, ১/৩৯০, হাফেজ শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. কৃত ফাতহুল মুগীছ, ১/৩৩৩)

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, শাবানের ১৫ তারিখে রোযা রাখার আদেশ সম্বলিত (ইবনে মাযায় বর্নিত) হাদীসটি দুর্বল। তাই শুধুমাত্র এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে শাবানের ১৫ তারিখের রোযাকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলা অনেক আলেমের দৃষ্টিতেই অনুচিত। তবে শাবান মাস ও আইয়ামেবীয (১৩, ১৪, ১৫ তারিখ) হিসেবে (আগে-পরের দিনসহ) ১৫ তারিখে রোজা রাখলে সওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। (ইসলাহী খুতুবাত) কবর জিয়ারত করা: হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) এ রাতে কবর জিয়ারত করেছেন।

তবে কবর জিয়ারত করাটা যেন আড়ম্বরপূর্ণ না হয় এবং শিরকমুক্ত হয়। কেননা আমাদের দেশে কবর যিয়ারতকে কেন্দ্র করে নানা শিরকি কর্মকান্ড সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছে। ইসলামের সূচনালগ্নে যখন মানুষ কবর পূজা করত তখন আল্লাহর নবী সা. কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। সুনানে ইবনে মাজাহ শরিফের ১৫৭১ নং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আমি তোমাদের কবর-যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। (এখন ঐ নিষেধাজ্ঞা মানসূখ করা হচ্ছে) এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার।

কারণ তা দুনিয়ার মোহ দূর করে এবং আখিরাতকে মনে করিয়ে দেয়। (মিশকাত পৃষ্ঠা ১৫৪) এরপর ইসলাম আসার পর সাহাবায়ে কেরাম যখন জাহিলিয়্যাতের রীতিনীতি ভুলে যান তখন রাসুল সা. আবার কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেন। কারণ কবরের দৃশ্য দেখে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের বিশ্বাস তাজা হয়, নিজের মৃত্যু ও কবর-জীবনকে স্মরণ করে আখিরাতের প্রস্তুতির সংকল্প গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা এবং মাগফিরাতের দুআ ও ঈসালে ছওয়াবের মাধ্যমে তাদের উপকৃত করা যায়।

আর আল্লাহওয়ালাদের কবর যিয়ারতের দ্বারা যে পথে চলে তারা আল্লাহর দরবারে মাকবুল হয়েছেন ওই পথে চলার পাক্কা এরাদা করা যায়। এ

ধরনের বিভিন্ন মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কবর যিয়ারতকে নিষিদ্ধ করার পরও আবার অনুমতি দান করা হয়েছে। সুতরাং কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে জাহিলিয়্যাতের ধ্যান-ধারণা চলে আসার আশংকা থাকলে কবর যিয়ারত না করাই শ্রেয়। তাই কবর যিয়ারত করতে হবে সম্পূর্ণ একাকি।

ঈসালে সওয়াব করা: হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) এ রাতে মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সওয়াব করতেন। ঈসালে সওয়াব বিভিন্নভাবে করা যায়। যেমন নফল ইবাদত, কোরআন তেলাওয়াত, দান-সদকা ইত্যাদির মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা যায়। সহিহ হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষ মৃত্যুর পরও তার আমলনামায় দুই ধরনের আমল অব্যাহত থাকে। (ক) মৃতের এমন আমল যা তার জন্য সদকায়ে জারিয়া হতে পারে। (খ) এমন আমল, যা মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতরা করে থাকে।

যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতরা দোয়া মাগফিরাত করে থাকে। তার মাগফিরাতের জন্য দান-সদকা করে থাকে। কিংবা তার জন্য নফল হজ্ব উমরা করে থাকে।

অধিক পরিমাণ আল্লাহর কাছে দোয়া করা: কেননা এ রাতে আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে অবতরণ করে বান্দাকে তার প্রয়োজনের জন্য দোয়া করতে বলেন। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) এ রাতে খুব কান্নাকাটি করে দোয়া করতেন। শবে বরাত ছাড়াও দোয়া সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দোয়ার মাধ্যমে মহান রবের কাছে পূর্ণ আত্মসর্মপন করা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব, যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।' -সুরা মু'মিন : আয়াত ৬০।

দোয়া ইবাদতের অংশ। আল্লাহ তাআলা এটিকে ইবাদত হিসেবে অভিহীত করেছেন এবং সাহায্য লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন। মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, বস্তুজগতের উপায় উপকরণ তার কোনো সমস্যা, কষ্ট ও চাহিদা পূরণ

করতে পারে না, তখন কোনো অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী সত্তার কাছে ধরনা দেয়া অপরিহার্য মনে করে। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং না দেখেই সে সত্তাকে ডাকে, প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি জায়গায় এবং সর্বাবস্থায় ডাকে।

একাকী নির্জনে ডাকে, শুধু উচ্চস্বরেই নয়, চুপে চুপেও ডাকে এবং মনে মনেও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাই দোয়া গুরুত্বপূর্ণ। আর বিশেষ রাতে তার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। মোটকথা, যে ব্যক্তি এই মহামহিমান্বিত রজনী আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগির মধ্য দিয়ে কাটাবে তার ওপর আল্লাহ তায়ালার রহমত ও অফুরন্ত করুণা বর্ষিত হবে। সুতরাং এই পরম মুহূর্তে নিজেকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রেখে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়া উচিত।

❖ রহমত ও বরকতের মাসঃ

যে সব মাসে আল্লাহতায়ালা বান্দার জন্য বিশেষ বরকত রেখেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো- পবিত্র শাবান মাস। হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখতেন।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা.) রমজান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে পূর্ণ রোজা রাখতে দেখিনি এবং শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোনো মাসে এতো বেশি রোজা রাখতে দেখিনি। -সহিহ বোখারি ও মুসলিম

অন্য হাদিসে এসেছে, হজরত উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে শাবান মাস ব্যতীত অন্যকোনো মাসে এতো অধিক পরিমাণে রোজা রাখতে দেখিনি। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা ওই মাস যে মাস সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই গাফেল থাকে। এটা রজব ও রমজান মাসের মধ্যবর্তী মাস। এটা এমন মাস, যে মাসে মানুষের

আমলসমূহ আল্লাহতায়ালার দরবারে পেশ করা হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা যে, আমার আমল আল্লাহতায়ালার দরবারে এ অবস্থায় পেশ হোক যে, আমি রোজাদার। --নাসায়ি ও শোয়াবুল ঈমান।

◇ শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফজিলত :

যে সব মাসে আল্লাহতায়ালা বান্দার জন্য বিশেষ বরকত রেখেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো- পবিত্র শাবান মাস। হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখতেন।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা.) রমজান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে পূর্ণ রোজা রাখতে দেখিনি এবং শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোনো মাসে এতো বেশি রোজা রাখতে দেখিনি। -সহিহ বোখারি ও মুসলিম

অন্য হাদিসে এসেছে, হজরত উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে শাবান মাস ব্যতীত অন্যকোনো মাসে এতো অধিক পরিমাণে রোজা রাখতে দেখিনি। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা ওই মাস যে মাস সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই গাফেল থাকে। এটা রজব ও রমজান মাসের মধ্যবর্তী মাস। এটা এমন মাস, যে মাসে মানুষের আমলসমূহ আল্লাহতায়ালার দরবারে পেশ করা হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা যে, আমার আমল আল্লাহতায়ালার দরবারে এ অবস্থায় পেশ হোক যে, আমি রোজাদার। -নাসায়ি ও শোয়াবুল ঈমান।

শাবান মাসের ফজিলত সম্পর্কে বিভিন্ন সহিহ হাদিসের কিতাবে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। যার দ্বারা এ মাসের ফজিলত ও গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ মাসে রোজা রাখা প্রমাণিত বিষয়।

এবার আসি শবে বরাত প্রসঙ্গে। মুমিন মাত্রই এ বিশেষ রাতের নামের সঙ্গে পরিচিত। তবে হাদিস শরিফে এ রাতকে ‘লাইলাতুন নিসফি মিন

শাবান’ তথা ‘শাবানের পনেরতম রজনী’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। শবে বরাত শব্দটি ফারসি। শব শব্দের অর্থ রাত আর ‘বরাত’ অর্থ নাজাত, মুক্তি রক্ষা ইত্যাদি।

তবে মুফাসসিরে কেরাম এ রাতের আরও কয়েকটি নামের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন লাইলাতুল মোবারাকা, লাইলাতুল বারাআ, লাইলাতুস সাক ইত্যাদি। -তাফসিরে কুরতুবি।

এ রাতে যেহেতু গোনাহগারের গোনাহ মাফ হয় এবং অসংখ্য অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করা হয়, সেহেতু এ রাত মুসলমানদের মাঝে ‘শবে বরাত’ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

পবিত্র শবে বরাত সম্পর্কে কোরআনে কারিমে নির্দেশনা আছে কিনা এ ব্যাপারে মুফাসসিরে কেরাম মতভেদ করেছেন। আর তাদের এ মতভেদের ভিত্তি হলো- সুরা দুখানের ৩ নম্বর আয়াত এর ভাবার্থ। অধিকাংশ মুফাসসির এ আয়াতের (লাইলাতুল মোবারাকা) শব্দের ব্যাখ্যা ‘শবে কদর’ করেছেন এবং স্বপক্ষে হাদিস পেশ করেছেন।

অন্যদিকে হজরত ইকরামা (রা.) এবং কিছু মুফাসসির উক্ত শব্দ দ্বারা ‘শবে বরাত’ বুঝাতে চেয়েছেন এবং স্বপক্ষে হাদিসও পেশ করেছেন উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া পরবর্তীতে অধিকাংশ মুফাসসির যেমন, ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি (রহ.) তার তাফসিরে কাবিরে, ইমাম তাবারি (রহ.) তার তাফসিরে তাবারিতে, আল্লামা জামাখশারি (রহ.) তার তাফসিরে কাশশাফে, আল্লামা আলুসি (রহ.) তার তাফসিরে রুহুল মায়ানিতে, ইবনু কাসির তার তাফসিরে ইবনে কাসিরে, শায়খ ইসমাইল হাক্কি (রহ.) তার তাফসিরে রুহুল বয়ানে, ইমাম কুরতুবি তার তাফসিরে কুরতুবিতে, হজরত আশরাফ আলী থানভি (রহ.) তার তাফসির বায়ানুল কোরআনে, মুফতি শফি (রহ.) তার তাফসিরে মাআরেফুল কোরআনে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় শবে বরাতের আলোচনা করেছেন।

◈ পবিত্র শবে বরাত সম্পর্কে কোরআনে কারিমে সরাসরি নির্দেশনা না থাকলেও হাদিস শরিফে সুস্পষ্টভাবে এর গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এ সব বর্ণনার মধ্যে কিছু বর্ণনা সম্পর্কে পৃথিবীর সব মুহাদ্দিস সহিহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিছু বর্ণনা হাসান, কিছু দুর্বল বলেছেন। একথা সত্য যে কোনো বিষয়কে প্রমাণের জন্য একটি সহিহ হাদিসই যথেষ্ট।

আর এ বিষয়ে মুহাদ্দিস, ইসলামি স্কলার ও আলেমদের অধিকাংশ একমত যে, ফজিলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করা জায়েজ এবং 'জয়িফ' (দুর্বল) সনদের হাদিস দ্বারাও কোনো আমল মোস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয়। তাছাড়া হাদিসে শবে বরাত পালন বা ফজিলতের বিপক্ষে কোনো বর্ণনার প্রমাণ নেই।